রাঁচি, বুধবার
26:07:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

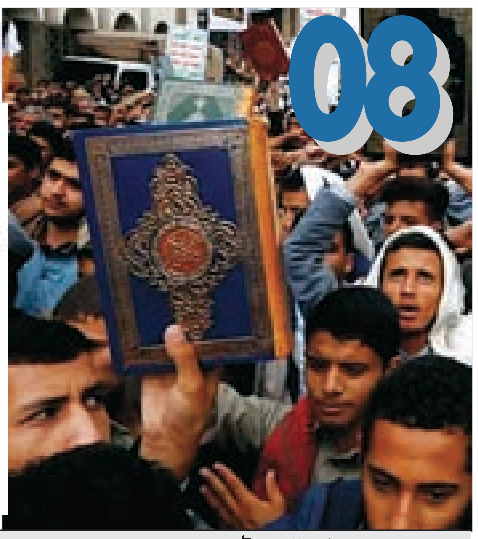

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>282 >>09 Sharabon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৮২ >> << ০৯ই, শ্রাবণ ১৪৩০>>

কম্বোডিয়ায় অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন না হওয়ায় ভিসা কড়াকড়ি আরোপ করলো যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ রবিবার ক্ষমতাসীন কম্বোডিয়ান পিপলস পার্টি (সিপিপি) নির্বাচনে বড় বিজয় ঘোষণা করার পর যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, তারা কম্বোডিয়ায় কিছু বিদেশী সহায়তা স্থগিত করছে এবং কিছু ব্যক্তির ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এক বিবৃতিতে বলেছেন, ওয়াশিংটন অসন্তুষ্ট যে ওই নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী হুন সেনের সিপিপি কোনো কার্যকর প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়নি। ওই নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু ছিল না। মিলার বলেন, নির্বাচনের আগে কম্বোডিয়ার কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক বিরোধী দল, গণমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের বিরুদ্ধে হুমকি এবং হয়রানিতে জড়িত ছিল, যা দেশের সংবিধানের চেতনা এবং কম্বোডিয়ার আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তিনি আরও বলেন, এর প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রকে ক্ষুণ্ণ করেছে এমন ব্যক্তিদের ওপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপ করার পদক্ষেপ নিয়েছে এবং কিছু বিদেশী সহায়তা কর্মসূচির বিরতি বাস্তবায়ন করেছে। মিলার কম্বোডিয়ার কর্তৃপক্ষকে প্রকৃত বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে, রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচারের অবসান এবং সরকারের সমালোচকদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তুলে নিতে এবং দেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানের উন্নতি করার জন্য স্বাধীন গণমাধ্যমকে হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করার অনুমতি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

বাজার দর

SENSEX : 66355.71 -29.07
NIFTY : 19680.60 +8.25

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.34 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.16 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

অগ্নিগর্ভ মণিপুরে কয়েক হাজার 'জিরো এফআইআর', হামলার আশঙ্কায় তদন্তে বিলম্ব

মণিপুর ঃ উত্তর-পূর্বে মণিপুরের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে বিরোধীদের পাশাপাশি এবার সে রাজ্যের শাসক দল বিজেপির নেতা-মন্ত্রী-বিধায়কেরাও সরব হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং-এর অপসারণ দাবি করেছে বিরোধীরা। প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, পাহাড়ি রাজ্যটির প্রকৃত অবস্থা কেমন তা শুধু গত তিন মাসে রুজু হওয়া হাজার ছয়েক এফআইআর থেকেই স্পষ্ট। জানা যাচ্ছে, শুধু বিপুল সংখ্যায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে তাই-ই নয়, মণিপুরে পুলিশের কাছে রুজু হয়েছে রেকর্ড সংখ্যায় 'জিরো এফআইআর'। ভারতে অতীতে কোনও রাজ্যে কখনও এত সংখ্যায় জিরো এফআইআর দায়ের হয়নি বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে। ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধে পুলিশ দণ্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করতে বাধ্য ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট বা এফআইআর-এর ভিত্তিতে। অর্থাৎ অভিযোগকারীর বয়ানের ভিত্তিতে পুলিশকে অভিযোগ নথিভুক্ত করতে হবে। একাধিক মামলায় হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট এফআইআর দায়েরকে বাধ্যতামূলক করেছে। ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর প্রতিটি থানায় প্রতিদিন দায়ের হওয়া এফআইআর-এর কপি অধীনস্ত পুলিশ থানার ওয়েবসাইটে আপলোড করাও বাধ্যতামূলক হয়েছে। অনেক সময়ে অপরাধের এলাকাভুক্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ থাকে না। ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী যে কোনও থানায় অভিযোগ দায়ের করার সুযোগ প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই থানার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকে ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ২০১২ সালে নির্ভয়া কাণ্ডের পর গঠিত বিচারপতি ভার্মা কমিশন জিরো এইআইআর বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করলে সংশ্লিষ্ট মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সব রাজ্যকে তা অনুসরণ করতে বলে। যদিও এখনও বহু থানা ঘটনাস্থল বা অপরাধের এলাকা তাদের থানার অধীনে নয়, এই যুক্তিতে অভিযোগকারীকে ফিরিয়ে দেয়। গত ৩ মে মণিপুরে জাতি দাঙ্গা শুরুর পর পরিস্থিতি এমন হয় যে স্থানীয় থানায় যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল না। হামলার মুখে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সেখানকার স্থানীয় থানায় পরে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা। জিরো এফআইআর-এ নিয়ম হল, এফআইআর-এর কপি সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠিয়ে দেয় পুলিশ। ত্রাণ শিবিরে গিয়েও পুলিশ অভিযোগ নথিভুক্ত করে। মণিপুরে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ জিরো এফআইআর-এর কপি প্রায় এক মাস পর সংশ্লিষ্ট থানায় পৌঁছেছে, যেখানে অপরাধ সংঘঠিত হয়েছিল। এতদিনে অপরাধের তথ্যপ্রমাণ অনেকটাই লোপাট হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া পুলিশ এখন তদন্তে যেতে সাহস করছে না হামলার আশঙ্কায়।অভিযোগকারীদের খুঁজে বের করাও পুলিশের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেকেই এখনও নিজের বাড়ি, এলাকায় ফেরেননি।

নির্যাতিতা নারীদের বিরুদ্ধেই মামলা পুলিশের

মালদা ঃ মালদহের নির্যাতিতা দুই নারী জামিন পেলেন। ফাঁড়ি ভাঙচুরের মামলায় তারা কীভাবে অভিযুক্ত হলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্য নারী কমিশন এ নিয়ে পুলিশের রিপোর্ট তলব করেছে।

১৮ জুলাইয়ের একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার সূত্রে মালদহে নারী নির্যাতনের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, একটি হাটে দুই আদিবাসী নারীকে বিবস্ত্র করে মারধর করছেন কয়েকজন নারী। তাদের বিরুদ্ধে লেবু চুরির অভিযোগ উঠেছিল। উপস্থিত সিভিক ভলান্টিয়াররা তাদের উদ্ধারের চেষ্টা করলেও সফল হননি।

মণিপুরের নারীনির্যাতন নিয়ে এখন বিরোধীরা সরব। এরই মধ্যে মালদহের ঘটনা। বিষয়টি মারধর পর্যন্ত থেমে থাকেনি। ভিডিওয় যে দুই নারীকে আক্রান্ত হতে দেখা গিয়েছে, তাদেরই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ১৭ জুলাই বামনগোলার থানার নালাগোলায় একটি পুলিশ ফাঁড়ি ভাঙচুর করা হয়। এই হামলায় অভিযুক্ত দেখানো হয় হাটের নির্যাতিতাদের।

সোমবার মালদহের সিজেএম আদালত দুই নির্যাতিতার জামিন মঞ্জুর করে। তাদের আইনজীবী অমিতাভ মৈত্রের বক্তব্য, নির্যাতিতাদের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এ নিয়ে মানবাধিকার কমিশন ও নারী কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। হাইকোর্টে মামলাও করা হবে। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে। নালাগোলায় ফাঁড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, বিজেপি বিধায়ক জোয়েল মুর্মুর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছে। এক বিজেপি কর্মীর রহস্যমৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। প্রশ্ন উঠছে, এই মামলায় হাটের দুই নির্যাতিতার নাম কীভাবে জুড়ল?

হাটে চুরির অভিযোগ উঠেছিল ওই দুজনের বিরুদ্ধে। তারা মিষ্টি চুরি করেছিলেন বলে দাবি করা হয়েছে। তা হলে তাদের বিরুদ্ধে চুরির মামলা না দিয়ে কেন ফাঁড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ দায়ের করা হল? নির্যাতিতাদের পরিবারের দাবি, ফাঁড়ি ভাঙচুরের মামলায় পরে দুই নারীর নাম জোড়া হয়েছে।

এই ঘটনা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে সোমবার মালদহে গিয়েছিলেন রাজ্য নারী কমিশনের দুই সদস্য। কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য, সিভিক ভলাণ্টিয়ারদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্যাতিতাদের পৃথক মামলায় গ্রেপ্তারের কারণ জানতে চেয়ে পুলিশকে তিন দিনের মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ নিয়ে পুলিশ কিছু বলেনি। তবে হাটে দুই নারীর নির্যাতন প্রসঙ্গে মালদহের পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেছেন, ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখে আরো কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। পুলিশের ভূমিকা প্রসঙ্গে সাবেক পুলিশকর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, যে নারীদের নিগ্রহ করা হল, তাদের মানসিক অবস্থা অনুমান করা যায়। তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য পরামর্শ দরকার। সেই সময় তাদের হাজতে পুরে দেয়া হল। প্রশ্ন উঠছে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়েও। এপিডিআর-এর রাজ্য সম্পাদক রণজিত শূর বলেন, মিথ্যা মামলা দেয়া এ রাজ্যের পুলিশের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্যাতিতাদের আটকে রাখতে হবে বলে তাদের পুরনো মামলায় জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ জন্য পশ্চিমবঙ্গে জেলবন্দির সংখ্যা বাড়ছে। জেলে যত বন্দি থাকতে পারে, তার থেকে ১০ হাজার বন্দি বেশি আছে। উত্তরবঙ্গেরই নকশালবাড়িতে গ্রামের সালিশি সভায় আদিবাসী মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কয়েকদিন ধরে মণিপুরের নারী নির্যাতন নিয়ে দেশজুড়ে শোরগোল চলছে। সংসদ ভবনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিরোধী জোট। চাপ বাড়ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উপর। এই পরিস্থিতিতে মালদহের ঘটনা নিয়ে পাল্টা সওয়াল শুরু করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদরা। মালদহ নিয়ে তারাও বিক্ষোভ দেখিয়েছেন সংসদ ভবন চত্বরে।

নারীর প্রতি অমানবিক আচরণ নিয়ে এই চাপানউতোর কেন? এর পিছনে পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব রয়েছে বলে মনে করেন রাজ্য নারী কমিশনের সাবেক চেয়ারপার্সন সুনন্দা মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এখনো বদলানো যায়নি। তাই নারী নির্যাতন বন্ধ হচ্ছে না। তাই দেশ নারী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী পেলেও পরিস্থিতি একই থেকে গিয়েছে।

ইরানে নীতি পুলিশ প্রত্যাবর্তনের সমালোচনা করলেন এক সাংসদ

তেহরান ঃ হিজাব আইন বলবৎ করতে রাস্তায় নীতি পুলিশ ফিরিয়ে আনাকে সমালোচনা করেছেন ইরানের পার্লামেন্টের এক সদস্য। তিনি একে ভুল পথে চালিত নীতি বলে অভিহিত করেছেন। রবিবার জামারান সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, পার্লামেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্র নীতি কমিশনের সদস্য জলিল রহিমি জাহান আবাদি এই ক্ষতিকর, অযৌক্তিক ও অপমানকর আচরণ এড়িয়ে যেতে কর্মকর্তাদের ডাক দিয়েছেন। তার মতে, এর ফলে সরকার ও জনগণের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তিনি বলেন, নীতি পুলিশের দায়িত্ব নিতে কেউ রাজি নয় এবং এ থেকেই বোঝা যায় যে, এই নীতি প্রকৃতিগতভাবে কতখানি ত্রুটিপূর্ণ। ইরানের পুলিশ প্রধান গত সপ্তাহে বলেন, নীতি পুলিশের ভাল অভিপ্রায় ও অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য রয়েছে। এক সপ্তাহ আগে তারা রাস্তায় ফিরে এসেছে। গত বছর পুলিশি হেফাজতে ২২ বছর বয়সী মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর দেশব্যাপী সরকার বিরোধী বিক্ষোভের কারণে তাদের উপস্থিতি মূলত বন্ধ হয়ে যায়। খুব ঢিলেঢালাভাবে মাথার স্কার্ফ পরার অভিযোগে আমিনীকে নীতি পুলিশ আটক করেছিল। যদিও রাস্তার বিক্ষোভ প্রশমিত হয়েছে তবে ইরানের অনেক নারী আমিনির মৃত্যুর পর থেকে প্রকাশ্যে বাধ্যতামূলক হিজাবের বিরোধিতা করেছেন। আমিনীর মৃত্যুবার্ষিকী যেহেতু এগিয়ে আসছে, তাই পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার তাঁর গভীর উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। গত সপ্তাহে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভিওএর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'বাধ্যতামূলক হিজাব পুনরায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, সাম্প্রতিক বিক্ষোভ থেকে কোনও শিক্ষা নেয়নি ইসলামি প্রজাতন্ত্র। এপ্রিলে, ইরান তার বাধ্যতামূলক হিজাব আইন কার্যকর করার জন্য একটি নতুন অভ্যন্তরীণ নজরদারি কর্মসূচি চালু করেছে।

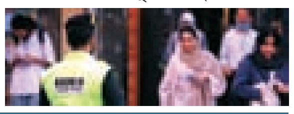

মালির বাহিনী এবং ভাগনার গ্রুপ মালিতে নৃশংসতা চালিয়েছেঃ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ

মালি ঃ সোমবার হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এক বিবৃতিতে বলেছে, মালির সশস্ত্র বাহিনী এবং আপাতদৃষ্টিতে ভাগনার গ্রুপের ভাড়াটে সেনারা ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে মালির কেন্দ্রীয় অঞ্চলে কয়েক ডজন বেসামরিক নাগরিককে হত্যা এবং গুম করেছে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, মালির বাহিনী এবং ভাগনার গ্রুপ বেসামরিক সম্পত্তি ধ্বংস ও লুট করেছে এবং একটি সেনা ক্যাম্পে বন্দীদের নির্যাতন করেছে। অধিকার গোষ্ঠীটি বলেছে, এটি ৪০ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে যারা ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানে। এর মধ্যে রয়েছে অত্যাচারের ২০ জন প্রত্যক্ষদর্শী, ভুক্তভোগীদের পরিবারের তিনজন সদস্য, দুজন সম্প্রদায়ের নেতা, পাঁচজন মালিয়ান সুশীল সমাজের কর্মী, আন্তর্জাতিক সংস্থার আটজন প্রতিনিধি এবং দুজন সাহেল রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

মালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আওদুলায়ে ডিওপ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে মালি কর্মকর্তাদের এবং এমআইইউএসএমএ-এর ১৫ হাজার সদস্যের মধ্যকার আস্থার সংকটের কারণে মালিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী বা এমআইইউএসএমএ-কে অবিলম্বে প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। নিরাপত্তা পরিষদ মালিতে এমআইইউএসএমএ-এর উপস্থিতি শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তবে এর কর্মীরা সেখানে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান করবে। মালিতে এমআইইউএসএমএ-এর উপস্থিতির আসন্ন সমাপ্তির প্রেক্ষাপটে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ডেপুটি আফ্রিকা ডিরেক্টর ক্যারিন ক্যানেজো নান্টুল্যা বলেছেন, আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং ইকোনোমিক কমিউনিটি অফ ওয়েস্ট আফ্রিকানস স্টেটস (ইকোওয়াজ)-এর উচিত মালিয়ান সশস্ত্র বাহিনী এবং আপাত মিত্র ভাগনার গ্রুপের যোদ্ধাদের গুরুতর অত্যাচারের বিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করা এবং এই দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের ওপর এবং মালিয়ান কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ বাড়াতে হবে।

পরিকল্পনা

জলেতে থাকা জীবের শরীরে বিষাক্ত পদার্থ ঢুকে যায়

ইন্দোনেশিয়ায় ইস্কুটার বাড়ানোর পরিকল্পনা

ইন্দোনেশিয়াঃ ইন্দোনেশিয়ার সরকার ইস্কুটারের সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। এই বাহনের ব্যাটারির মূল উপাদান নিকেল। ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের অন্যতম বড় নিকেল উৎপাদক। কিন্তু এত বিপুল নিকেল তুলতে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

জলবায়ুজনিত সংকট মোকাবিলায় ইস্কুটার ব্যবহার ভালো হলেও এর কারণে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, ব্যাটারি বর্জ্য বাড়ছে।

ডাব্লিউআইএমএর অপারেশনাল ডিরেক্টর মুহাম্মদ সামিয়ার্তো বলছেন, ''ইলেক্ট্রিক স্কুটার তৈরির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অবশ্যই ব্যাটারি। আমরা ব্যাটারি দ্রুত চার্জ ও পথের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর চেষ্টা করছি।''

বর্তমানে একবার চার্জ দিয়ে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারছে ইস্কুটার। আর দুই ব্যাটারি ব্যবস্থায় ১০০ কিলোমিটার যাওয়া যাচ্ছে। ইংদোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থানে ব্যাটারি চার্জ বা বদলানোর সুযোগ তৈরি করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান।

তবে ইস্কুটারের ব্যবহার বাড়লে সমস্যাও আছে।

পিটি নলেন্দ্রো হালিলিন্তার সামুদেরার কর্মকর্তা উইশনু সোহার্দিয়ো জানান, ''ব্যাটারিতে লিথিয়াম, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ ও কোবাল্ট অক্সাইড ব্যবহৃত হয়। এগুলোই লিথিয়াম ব্যাটারির মূল উপাদান।''

পরিবেশ বাঁচাতে ইস্কুটার

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো নিকেল। এটি রিসাইকেল করা নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, সেটি করা না গেলে ব্যাটারি থেকে বিষাক্ত এই রাসায়নিক বের হওয়ার বিপদ রয়েছে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিশেষজ্ঞ আগুস বুদিয়ান্তো বলছেন, ''এসব ধাতু নদীর পানিতে মিশলে সেখানকার প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ, এটি পিএইচ মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ও নদীর ইকোসিস্টেমের ক্ষতিগ্রস্ত করে। জলেতে থাকা জীবের শরীরে বিষাক্ত পদার্থ ঢুকে যায়। ঐসব জীব খেলে মানুষের শরীরেও তা ঢুকতে পারে।''

আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, ইন্দোনেশিয়া বিশ্বের অন্যতম বড় নিকেল উৎপাদক। দেশটিতে প্রায় ২১ মিলিয়ন টন নিকেল মজুদ আছে।

এত বিপুল নিকেল তুলতে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

পরিবেশকর্মী ফ্যানি ট্রি জাম্বোরে বলছেন, ''ইন্দোনেশিয়ায় ইলেক্ট্রিক গাড়ির জন্য জ্বালানি উৎপাদন বাড়ায় বেশি বেশি নিকেল তোলা হচ্ছে। ইলেক্ট্রিক গাড়ির ব্যাটারির মূল উপাদান হলো নিকেল। এখন পর্যন্ত ৯ লাখ হেক্টর জমি থেকে নিকেল তোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এই ৯ লাখের মধ্যে ছয় লাখ হেক্টরই বন এলাকায় পড়েছে।'' ইস্কুটার একদিকে পরিবেশবান্ধব, অন্যদিকে এগুলোতে নিকেল ব্যবহৃত হয়, যা তুলতে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। এরপরও ইন্দোনেশিয়ার সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে ২০ লাখ ইলেক্ট্রিক গাড়ি নামানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে যা দেশটির মোট স্কুটারের প্রায় দেড় শতাংশ।

রেশন সামগ্রী অবৈধভাবে কেনার সময় হাতেনাতে পাকড়াও হল এক ব্যক্তি

জলপাইগুড়ি। বুধবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন বালাপাড়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা অসাধু ওই ব্যবসায়ীকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বালাপাড়া এলাকায় প্রকাশ্যেই চলছিল সরকারি ভর্তুকিতে দেওয়া চাল, আটা কেনাবেচার ব্যবসা। অসাধু ওই ব্যবসায়ীরা দুয়ারে রেশন সামগ্রী নেওয়া উপভোক্তাদের কাছ থেকে কম দামে কিনে নিচ্ছেন চাল ও আটা। স্থানীয় রেশন ডিলার সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, এই নিয়ে বহুবার অভিযোগ তোলা হলেও কোনও কাজ হয়নি। যখনই রেশন সামগ্রী বিতরণ করা হয় আশপাশে এসে ভিড়ে যায় রেশন সামগ্রী কেনার জন্য অসাধু ব্যবসায়ীদের দল। এদিন এলাকার নবনির্বাচিত বিজয়ী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রার্থী বাবলু বসাকের নজরে আসে বিষয়টি। তৎক্ষণাৎ তিনি ফোন করেন জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায়। রুখে দেন বেআইনিভাবে রেশন সামগ্রী পাচার। বেআইনিভাবে রেশন সামগ্রী কিনে ব্যবসা করার অভিযোগে ওই ব্যক্তিকে আটক করে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল ষাটোর্ধ্ব মনি ওঁরাও এর

জলপাইগুড়ি ঃ রাতে খাবার খেয়ে নিজের ঘরে ঘুমোনোর কথা থাকলেও একেবারে চির ঘুমে চলে গেলেন বছর ৬৩ মনি ওরাও। বানারহাট ব্লকের চানা টিপা এলাকার বাসিন্দা মনি ওঁরাও, প্রতিদিনের মত এদিনও তিনি রাতের খাবার খেয়ে জল খেতে বাইরে এসেছিলেন একটু । ব্যাস তাতেই যে কান্ড ঘটে গেল তাতে একবারে হই চই পড়ে যায় গোটা এলাকায়। বাইরে বের হতেই ইয়া বড় আকৃতির বুনো দাঁতালের সামনে পড়ে যান ঐ ব্যক্তি।তার পর যা হবার তাই হলো।লোকালয়ে হঠাৎ যেন গজরাজ তার কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মঙ্গলবার রাত ১০ টা নাগাদ এমন ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয় এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় এলাকাবাসীরা প্রথমে বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করে।

অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিন্নাগুরি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের কর্মীরা। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদের জেরে এক মহিলাকে মারধর করার অভিযোগ উঠলো সেই মহিলার প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে

শিলিগুড়ি ঃপ্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদের জেরে এক মহিলাকে মারধর করার অভিযোগ উঠলো সেই মহিলার প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ভালোবাসা মোড় পূর্ব সিপাইপাড়া এলাকায়। জানা যায়, মঙ্গলবার টুম্পা সূত্রধর নামে এক মহিলা তার প্রতিবেশী এক মহিলা করুনা সিং রায়ের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, করুণা সিং রায় ,টুম্পা সূত্রধরকে মারধর করে। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে টুম্পা সূত্রধর। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বাড়ির ভাগাভাগি নিয়ে দুই পরিবারের বিবাদ। আক্রান্ত একই পরিবারের ৬ জন

মালদা ঃ বাড়ির ভাগাভাগি নিয়ে দুই পরিবারের বিবাদ। আক্রান্ত একই পরিবারের ৬ জন। আক্রান্তরা মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার সকালে ঘটনাটি করেছে মালদার মোথাবাড়ি থানার গঙ্গা প্রসাদ কলোনি এলাকায়। জানা গেছে আক্রান্ত করা হল,রফিজুল সেখ, তার বোন তানজুমা বিবি, মিঠু সেখ,তানজিলা বিবি, নেহাল বেওয়া এবং রাজিনা বিবি। জানা যায় এদিন সকালে বাড়ির ভাগাভাগি নিয়ে রফিজুল সেখের সাথে গন্ডগোল বাঁধে আনুয়ার আলীদের সাথে। কথা কাটাকাটি থেকে শুরু হয়ে যায় দুই পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষ। ঘটনায় রফিজুল সেখের পরিবারের মোট ছয় জন আহত হয়। এই ঘটনায় মোথাবাড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভিনরাজ্যে কাজের যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার পরিযায়ী শ্রমিকেরা

মালদা ঃ ট্রেন স্টেশনের প্রায় আট কিমি অদূরে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক শ্রমিকের।জখম অনেকে। মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল সামসি বাইপাস সড়কে কৃষ্ণগঞ্জ এলাকায়।ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গিয়েছে রক্ত মাংস পড়ে রয়েছে সড়ক পথে।মানুষের হৈচৈ আর হৈচৈ। জানা গিয়েছে, একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।তার নাম তরিফুল আলি(২২) ও সুজেন আলীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চাঁচল থেকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।জখম হয়েছেন বেশ কয়েকজন।তাদের চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,চাঁচল এলাকার ভাকরি পঞ্চায়েত এলাকার রামপুর গ্রামের প্রায় ১৫ জন শ্রমিক মুম্বাইয়ে কাজের উদ্দেশ্যে ব্যাগপত্র নিয়ে বেরিয়েছিলেন। ভবানিপুর এলাকার ভুটভুডি ভাড়া করে তারা সামসি স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছিলেন। বাইপাস সড়কের বীরস্থলী পার করতেই ভুটভুডির ইঞ্জিনে জল ভরার জন্য থামেন।এক কিনারা জল ভরছিলেন।চাঁচলের দিক থাকা একটি চারচাকা গাড়ি এসে সজোরে ধাক্কা মারে ভু ট ভু ডি টি কে।যাত্রীভর্তি ভুটভুডিটি নয়নজুলিতে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে যায়।

মাত্র ৩০ টাকায় লটারি জিতে কোটিপতি হয়েছেন শিলিগুড়ির এক মহিলা

শিলিগুড়িঃ মাত্র ৩০ টাকা দিয়ে লটারি কেটে কোটিপতি হলেন ফুলবাড়ী বাজারের এক মহিলা। জানা গিয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে ফুলবাড়ী বাজারের এক মহিলা দোকান কর্মী দোকানে বসে ছিলেন প্রতিদিনের মতন তিনি দোকান করছিলেন। সেই সময় এক লটারি বিক্রেতা জিয়ারুল হক তার দোকানের সামনে এসে বলে আমার লাস্ট একটি টিকিট রয়েছে মাত্র ৩০ টাকা। মিনু সাহা জানাঅন প্রথমে বিশ্বাস করিনি পরে আমার ছেলে এসে আমাকে জানায় যে আমি সত্যিকারে এক কোটি টাকার মালিক হয়েছি।কোটি টাকার কথা শুনে রাতের বেলা ঘুম হয়নি মিনু সাহার। মহিলা বললেন আমার নিজস্ব দোকান রয়েছে ফুলবাড়ী বাজারে এবং আমি এখানে প্রতিদিন দোকান করি। তবে এর আগেও একবার টিকিট কেটে ৪৫ হাজার টাকা পেয়েছি।

নদীতে জল বাড়তেই শুরু হয়েছ ভাঙন

মালদা ঃ ফুলহার নদীতে জল বাড়তেই শুরু হয়েছ ভাঙন। তাতেই আতঙ্কর প্রহর গুনছে নদী তীরবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা। বিদ্যুতের খুঁটি সহ জমি তলিয়ে যাচ্ছে নদী গর্ভে।এই পরিস্থিতে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের ফুলহার নদীর ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন উত্তর মালদা সাংসদ খগেন মুর্মু। এদিন তিনি হরিশ্চন্দ্রপুরের ঢাকুরিয়া রশিদপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় যায়।সাংসদের অভিযোগ বন্যা এলে নদীতে জলবাড়লে সেচ দপ্তরের ঘুম ভাঙে। যখন নদী গর্ভে জল থাকে তখন সেচ দপ্তর ঘুমায়।

উল্লেখ্য, বেশ কয়েকদিন আগে ভাঙ্গনের জেরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে নদী ক্রমশ জনবসতীর কাছে চলে এসেছে।জনবসতি এলাকা থেকে নদী কিছু দূরে রয়েছে। ইতিমধ্যে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার বেশ কতগুলি পোল ভাঙ্গনের প্রভাবে নদীর খুব কাছে চলে এসেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ করার খুঁটিগুলি বেশ কয়েকটি নদী গর্ভে তলিয়ে গেছে। পোল গুলি নদীর তলায় চলে গেলে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতেরই সাত থেকে আটটি গ্রামের মানুষ কার্যত অন্ধকারে ডুবে যাবে।নদী ভাঙ্গনের জেরে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়বে হরিশ্চন্দ্রপুরের এক অংশ। প্রশাসনিক সূত্রে খবর নদী ভাঙ্গনের জেরে ইসলামপুর অঞ্চলের কাউয়া ডোল, রশিদপুর, উত্তর ভাকুড়িয়া, দক্ষিণ ভাকুরীয়া, মিরপাড়া তাঁতিপাড়া সহ একাধিক গ্রামের নদী সংলগ্ন বিভিন্ন পাড়ার খুব কাছে নদী চলে এসেছে।

এই পরিস্থিতিতে হরিশ্চন্দ্রপুরে ভাঙ্গন পরিদর্শনে আসেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু।হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলাহার নদীর ব্যাপক ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নদীর ধারে থাকা রশিদপুর গ্রাম।ভাঙনের জেরে গ্রাম থেকে আর ৮০ মিটার দূরত্বে নদী, প্রবাহিত হচ্ছে। বিঘার পর বিঘা আমবাগান পাটের খেত নদীর তলায় চলে গিয়েছে এই ব্যাপক ভাঙ্গনের জেরে।গত সপ্তাহে এই এলাকা পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক তাজমূল হোসেন। তার কয়েকদিন কাটতে না কাটতে আজ এলাকায় গেলেন উত্তর মালদার বিজেপি সংসদ খগেন মুর্মু। গ্রামের বাসিন্দা আনারুল ইসলাম জানান,ভাঙন প্রতিবছর হয় কিন্তু এখানে যে ভাবে কাজ হচ্ছে তাতে ভাঙন রোধের কাজ মানুষের জন্য হয় না।রাজ্য সরকার টাকা চুরির জন্য কাজ করছে। বাঁশ দিয়ে কখনো নদী ভাঙন রোধ করা যায় না। আর যে বালু ফলছে তা ফেলতে ফেলতে মিশে যাচ্ছে। আমরা আতঙ্ক আছি। ভাঙন কংক্রিট করা হয় তা যেন রাজ্য সরকার ব্যবস্থা নিক। রশিদপুর এলাকায় গিয়ে উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন,নদীর জল বেড়ে গেছে আর এই সময় রাজ্য সরকার এখানে ভাঙ্গন রোধ করতে বাশের পাইলিং এবং মাটির বস্তা দিয়ে বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছে।এইভাবে ভাঙ্গন রোধ করা যায় না। অর্থের অপচয় করছে স্থানীয় প্রশাসন। বন্যা এলে নদীতে জলবাড়লে সেচ দপ্তরের ঘুম ভাঙে। যখন নদী গর্ভে জল থাকে তখন সেচ দপ্তর ঘুমায়। মন্ত্রীকে ফোন করলে ধরেন না। মানুষ আতঙ্কে আছেন।অবিলম্বে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

পিকআপ ভ্যান মোটরবাইক সংঘর্ষ আশঙ্কাজনক এক জখম দুই ব্যাংককর্মী

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ চব্বিশে জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় সিউড়ি একনং ব্লকের রাজারপুকুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন রাস্তায় ডিমবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে এক বাইক আরোহীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় । ওই বাইক আরোহী নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্য দুই বাইক আরোহীর সাথে সংঘর্ষ হয় । মোট তিনজন বাইক আরোহী গুরুতর আহত হয় । স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় ওই তিন বাইক আরোহীদের সিউড়ি সদর হাসপাতালে আনা হয় এবং তারা চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে । ওই তিন বাইক আরোহীর মধ্যে একজনের নাম মহাদেব বাগ্দী (৪৭) বাড়ি পাঁরুই থানার অন্তর্গত বাতিকার গ্রামে । পরিবারসূত্রে জানা গিয়েছে, মহাদেব বাগদি মদ্যপ অবস্থায় ছিল । বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । অন্য দুই সিউড়ীগামী বাইক আরোহী বেসরকারি ব্যাংক সংস্থার কর্মী রাহুল শেখ (২২) এবং আসিফা মৃধা (২৩) সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । ব্যাংকের ম্যানেজার শাহাজাহান মোল্লা বলেন, আমার দুই কর্মী ফিলড ভিজিট করে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা । জখম দুইজন সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । দুইজনের মধ্যে একজনের বাড়ী পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসী এবং অপরজনের বাড়ী মুশিদাবাদ জেলার কুলি ।

সাইথিয়া থানায় বিজেপি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ রবিবার সকালে বনগ্রাম পঞ্চায়েতের মথুরাপুর গ্রামে বাষট্টি বছরের এক বৃদ্ধার মুখে গামছা বাঁধা অবস্থায় নগ্ন দেহ উদ্ধার করে সাইথিয়া থানার পুলিশ । মৃতের নাম ভাগ্যবতী দাস । ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের । মৃতের পরিবারের সাথে দেখা করে কথা বলার পর সাইথিয়া থানার ওসি আফরোজ হোসেনের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার তদন্তের দাবি জানান রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চা সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র । বিজেপি মহিলা মোর্চা রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, এই রাজ্যে আট থেকে আশি কেউ নিরাপদ নয় । পুলিশমন্ত্রী কোনো ব্যবস্থা নেয় না । পরিবারকে আইনি সহায়তা করবো ।

মজুত রাখা বোমায় তৃনমূল নেতার নির্মীয়মান বাড়ীতে বিস্ফোরণ

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মঙ্গলবার সকালে মজুত করে রাখা বোমায় বিস্ফোরণ খয়রাশোল ব্লকের লোকপুর থানার ডেমুরটিটা গ্রামে তৃনমূল নেতা শেখ সেরাফতের নির্মীয়মান বাড়ীতে । বালির নীচে চাপা দিয়ে রাখাছিল সত্তরটি বোমা আর তার থেকেই বিস্ফোরণ দাবি গ্রামবাসীদের । ঘটনার পর থেকেই পরিবার নিয়ে পলাতক সেরাফত । লোকপুর থানার পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে যায় । এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে । বীরভূম জেলা তৃণমূল সহসভাপতি মলয় মুখ্যাজী বলেন, একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা । একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল তৃনমূলকে কালিমালিপ্ত করার এইসব ঘটাচ্ছে এটা তারই পুনরাবৃত্তি । পুলিশ তদন্ত করবে যদি দেখা যায় আমাদের দলের কেউ জড়িত দল তার পাশে থাকবে না । বীরভূম জেলা বিজেপি সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, জেলার তিরিশটা পঞ্চায়েত গঠন করবো তৃনমূল তা আটকাতে এইরকম করছে । রাজ্যে প্রশাসন বলে কিছু নেই । এখানে শাসকের আইন চলে ।

প্রতিবাদ ও ধিক্কার সভা সিউড়িতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ মনিপুর ও মালদহ ঘটনার প্রতিবাদে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বীরভূম জেলা শাখা মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সিউড়ি হৃদয় মোড়ে প্রতিবাদ ও ধিক্কার সভা করে । এবিটিএ জেলা সম্পাদক আশীষ বিশ্বাস বলেন, মনিপুরে মহার্ঘ্য খনিজ সম্পদ লুঠ করে আদানী আম্বানি গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী এইরকম করছে । মালদহে গ্রামীণ হাটের ঘটনায় মন্ত্রী শশী পাঁজার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি । কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ‑ এই দুই জগদ্দল পাথরকে সরাতে না পারলে কিছুই হবে না ।

২৫ কেজি গাঁজা সহ একজনকে গ্রেফতার করল এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ গাঁজা পাচারের ছক বানচাল করল পুলিশ। আনুমানিক ২৫ কেজি গাঁজা সহ একজনকে গ্রেফতার করল এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ধৃতের নাম পঙ্কজ বসাক। আগামীকাল ধৃতকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি পুর এলাকার টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা পঙ্কজ। এদিন ধৃত ওই যুবক কোচবিহার থেকে একটি বেসরকারি বাসে চেপে শিলিগুড়ির পথে রওনা হয়েছিল। তবে শিলিগুড়ি পৌছোনোর আগেই গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে ফুলবাড়ি ক্যানাল রোড সংলগ্ন এলাকায় নির্দিষ্ট ওই বাসে হানা দেয় এনজেপি থানার পুলিশ। বাস আটকে শুরু হয় তল্লাশি। সেসময় বাসের ভেতর থেকে একটি ব্যাগ উদ্ধার হয়। সেই ব্যাগে আনুমানিক ২৫ কেজি গাঁজা মজুত ছিল। এরপরই পঙ্কজকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গাঁজা পাচারের ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত।

বারবার বিদ্যুৎ বিভ্রাট, মানিকচক বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ নুরপুর এলাকার লোকজনদের

মালদা ঃ মানিকচক বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ নুরপুর এলাকার লোকজনদের। তাদের অভিযোগ নিয়মিত বিদ্যুৎ থাকে না। বারবার বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। এর ফলে বিভিন্ন কাজে সমস্যা হয় তাদের। তারা বিদ্যুৎ দপ্তরে এসে বিক্ষোভ দেখায় এবং কথা বলে বিদ্যুৎ দপ্তরের এস এস বিশ্রণাথ দে এর সঙ্গে। এমনকি নুরপুর এলাকার লোকজন মানিকচক বিদ্যুৎ দপ্তরের এস এস বিশ্বনাথদের হাতে একটি লিখিত অভিযোগ তুলে দেন। এসএস বিশ্ব নাথ দে তাদের জানান আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আপনাদের সমস্যার সমাধান করব। নুরপুর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা নীলাদ্রি দাস সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান আমরা আজ মানিকচক বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখালাম কারণ বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়মিত ঘটে। এর ফলে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা হয়। আমরা আজ লিখিতভাবে বিদ্যুৎ দপ্তরের অভিযোগ দিলাম। বিদ্যুৎ দপ্তরে এসে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। সমস্যার সমাধান না হলে নুরপুর এলাকার বাসিন্দারা পথ অবরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন। বিক্ষোভ সামাল দিতে উপস্থিত ছিলেন মানিকচক থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

রাজ্য এবং দেশ জুড়ে চলছে জঙ্গলের রাজত্ব, দাবী বাম শিক্ষক সমিতির

জলপাইগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের কাজ করতে গিয়ে মৃত ব্যাক্তির পরিবারের সদস্যকে চাকরি, মনিপুর কাণ্ডের প্রতিবাদ সহ বিভিন্ন দাবিতে বাম শিক্ষা কর্মীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। বৃহস্পতিবার সিপিআইএম দলের শিক্ষক সংগঠন এ বি টি এ এবং এবি পি টি এর পক্ষ থেকে ছয় দফা দাবীতে জেলা সাসকের কার্যালয়ে অবস্থান বিক্ষোভ প্রদর্শন করা পাশাপাশি স্বারকলিপি প্রদান করা হয়। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক বিপ্লব ঝা বলেন, রাজ্য এবং দেশ জুড়েই চলছে জঙ্গলের রাজত্ব, মণিপুরের ঘটনা তারই প্রমাণ, এই রাজ্যেও শাসক দলের সন্ত্রাস চলছে বিরোধি দলের ওপর। এর বিরূদ্ধে সমগ্র রাজ্য জুড়েই পথে নেমে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলেছে আমাদের সংগঠন, আজকের পর জেলার সব বিডিও এবং মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে এই আন্দোলনকে নিয়ে যাওয়া হবে।

কোচবিহারে রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

কোচবিহার ঃ গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দিনহাটা ভিলেজ ১ এর ৭২৬২ নং বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের দুস্কৃতীদের হাতে গুলি বিদ্ধ হয়ে নিহত হন চিরঞ্জিত কার্যী ও গুলি বিদ্ধ হয়ে গুরতর আহত হন রাধিকা বর্মন। আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক মহাশয় নিহত চিরঞ্জিত কার্যীর বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন ও সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। অন্য দিকে রাধিকা বর্মনের উন্নয়ন চিকিৎসার সমস্ত রকম সাহায্যের দায়ভার নেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় উদ্ধার যুবক ও কিশোরের ঝুলন্ত মৃতদেহ

উত্তর দিনাজপুর ঃ হেমতাবাদ ব্লকের নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের পিরোজপুর এলাকার আম গাছ থেকে এক নাবালিকা ও যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বুধবার সকালে। এদিন সকাল সাড়ে ছয়টা নাগাদ একটি আম গাছ থেকে দুই জনের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে মৃত ওই নাবালিকার নাম মেহেরাজুন (১৫) অপরদিকে মৃত যুবকের জসিমউদ্দিন আহম্মেদ ‑ ২৫, সে কালিয়াগঞ্জ এর বাসিন্দা। তবে কি কারণে আত্মঘাতী হল তারা তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধর্মতলা চলো কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটি বিশাল রেলির আযোজন করা হলো

মালদা ঃ তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইনটিসির মালদা জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে ২১শে জুলাই ধর্মতলা চলো কর্মসূচিকে সামনে রেখে একটি বিশাল রেলির আযোজন করা হলো। এদিন মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকা থেকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভদীপ স্যান্যালের উদ্যোগে এই র্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে শ্রমিক সংগঠনের শতাধিক কর্মী , সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন। রেলির মাধ্যমে ২১শে জুলাই ধর্মতলা চলো স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি প্রচার চালানো হয়। বুধবার রাত থেকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের কর্মী, সমর্থকেরা বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে ২১শে জুলাই কর্মসূচিতে যোগদান দেওয়ার জন্য কলকাতার উদ্দেশ্যে মালদা থেকে রওনা দিবেন। আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি শুভদীপ সান্যাল জানিয়েছেন , এবারে ২১শে জুলাই কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রায় এক হাজার কর্মী সমর্থকেরা বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে চলেছেন। ২১শে জুলাই কর্মসূচিতে মালদার এই সংগঠনের কর্মী , সমর্থকরা কলকাতা উপস্থিত থাকবেন। একুশে জুলাই সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সংগঠনের কর্মী, সমর্থকরা কলকাতা থেকে মালদার উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশাল রেলি করে মালদা থেকে কুড়ি হাজার কর্মী, সমর্থকেরা বিভিন্ন যানবাহন নিয়ে রওনা দিলেন একুশে জুলাই কর্মসূচিতে। এদিন মূলত তৃণমূলের জেলার সহসভাপতি বাবলা সরকারের নেতৃত্বে বেসরকারি বাসে করে অসংখ্য দলের কর্মী , সমর্থকেরা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে তৃণমূলের জেলার সহসভাপতি তথা ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর বাবলা সরকারের নেতৃত্বে কয়েক হাজার কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে একটি বিশাল রেল করেন। ধর্মতলা চলো স্লোগান দিয়ে এই রেলিটি শুরু হয় মালদা শহরের কানিরমোড় থেকে। এরপর গোটা শহর পরিক্রমা করে বিভিন্ন বেসরকারি বাসে হাজার হাজার কর্মী, সমর্থকেরা কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। শুক্রবার ধর্মতলায় শহীদ দিবস পালিত হবে। তার আগেই মালদায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা এবং মিছিলে একাকার । হাতে দলীয় ঝান্ডা নিয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির ছবি নিয়ে এদিন এই র্যালিটি করা হয়।

আজকের দিনটি

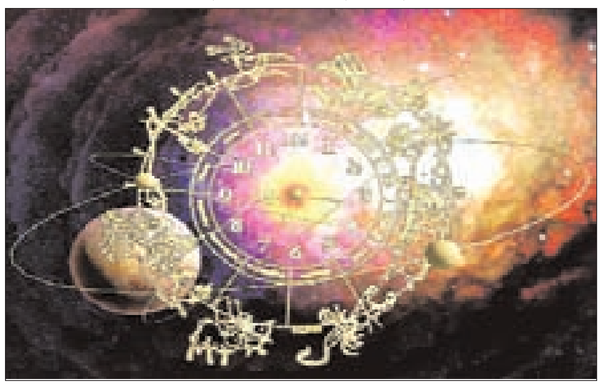

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

নিজের বাঙালি হিন্দু স্ত্রী, শ্বশুর এবং শাশুড়িকে দা দিয়ে কেটে হত্যা করে নয় মাসের পুত্র সন্তান নিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ গোলাঘাটের নাজিবুর রহমানের

লাভ জিহাদ কিংবা ভিন্ন ধর্মের বিবাহের করুণ পরিনিতি এবার ট্রিপল মার্ডার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক ভয়াবহ এবং শিহরণ সৃষ্টিকারী ভয়ঙ্কর ঘটনা। গোলাঘাট শহরে সংগঠিত হয়েছে ট্রিপল মার্ডার। এই হত্যাকান্ডে ভুক্তভোগী এক বাঙালি পরিবার। কন্যার ভিন্ন ধর্মে বিবাহের পরিনিতি হিসাবে অবশেষে ট্রিপল মার্ডারের মাধ্যমে এক ভয়াবহ অপরাধের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। নিজের বাঙালি হিন্দু স্ত্রী, শ্বশুর এবং শাশুড়িকে দা দিয়ে কেটে হত্যা করে নয় মাসের পুত্র সন্তান নিয়ে থানায় আত্মসমর্পণ করেছে গোলাঘাটের যুবক নাজিবুর রহমান। ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়া এই ট্রিপল মার্ডার ঘটনার অবশেষে তদন্ত শুরু করেছে গোলাঘাট পুলিশ।

প্রথমে প্রেম এবং পরে বাড়ির অভিভাবকদের অমতে বিবাহ। প্রায় তিন বছর আগে গোলাঘাট জেলার জনৈক নাজিবুর রহমানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন একই শহরের সঞ্জয় ঘোষ এবং জুনু ঘোষের বড় কন্যা সংঘমিত্রা ঘোষ। নয় মাসের একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল তাদের। কিন্তু অধিকাংশ এই ধরনের বিবাহের পরিণতি হিসেবেই সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রেও একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। গোলাঘাটের ফরেস্ট গেট নিবাসী যুবক নাজিবুর রহমান গোলাঘাট শহরের হিন্দি স্কুলের পাশে থাকা বাঙালি পরিবারের বড় কন্যা সংঘমিত্রা ঘোষকে বিয়ে করার পর থেকেই তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালাত বলে অভিযোগ উঠেছে। অবশেষে মেয়েকে স্বামীর বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন সংঘমিত্রার বাবা সঞ্জয় ঘোষ। তাছাড়া তিনি নাজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছিলেন। অবশেষে পুলিশ এসে নাজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং এর ফলে বেশ কয়েকদিন কারাগারে দিন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল সংঘমিত্রা ঘোষের স্বামী। কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সঞ্জয় ঘোষ নিজের কন্যার বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য নাজিবুর রহমানকে বারংবার অনুরোধ জানালেও এই বিবাহবিচ্ছেদে রাজি হয়নি সংঘমিত্রা ঘোষের স্বামী। এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে পারিবারিক সংঘাত অব্যাহত ছিল বলে স্থানীয় এলাকাবাসী উল্লেখ করেছেন। অবশেষে সোমবার নিজের শ্বশুরবাড়ি উপস্থিত হয়ে নাজিবুর রহমান সেখানে এক হুলুস্তুল পরিবেশে সৃষ্টি করেছে। অবশেষে দা দিয়ে নিজের স্ত্রী সঙ্গমিত্রা ঘোষ, শশুর সঞ্জয় ঘোষ এবং শাশুড়ি জুনু ঘোষকে দা দিয়ে কেটে হত্যা করে নিজের নয় মাসের পুত্র সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে সেখান থেকে পালিয়ে যায় নাজিবুর রহমান।

উল্লেখ্য সঞ্জয় ঘোষ এবং জুনু ঘোষের দ্বিতীয় কন্যা অঙ্কিতা ঘোষ বর্তমান কাজিরাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয় নিজের অধ্যয়ন চালিয়ে যাচ্ছেন। যেই সময়ে এই হত্যাকান্ড সংগঠিত হচ্ছিল সেই সময়ে নিয়মিতভাবে নিজের মা এবং দিদিকে ভিডিও কল করেছিলেন অঙ্কিতা ঘোষ। সেখানে তিনি নাজিবুর রহমানকে হাতে দা নিয়ে তাদের আক্রমণ করতে দেখেছেন। কিন্তু একটু পরেই ফোন কলটি কেটে যাওয়ার ফলে বিস্তারিত ভাবে কিছু বুঝতে না পেরে নিজের মাসি এবং ছেলে অর্থাৎ তার ভাইকে ফোন করে সেখানে যেতে বলেন। অবশেষে জুনু ঘোষের বোন এবং তার পুত্র সেখানে এসে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ দেখতে পারলেও জানলা দিয়ে তিনটি ঘরে তিনটি রক্তাক্ত মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করেন। অবশেষে তিনি সরাসরি গোলাঘাট সদর থানায় উপস্থিত হয়ে অভিযোগ জানান। এরপরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ গুলো উদ্ধার করে মরণোত্তর পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে

দিয়েছে। অন্যদিকে নাজিবুর রহমান পালিয়ে গেলেও পুলিশের আসন্ন তল্লাশি অভিযানের কথা ভেবে অবশেষে গোলাগার সদর থানায় এসে উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। সেই সময়ে নয় মাসের পুত্র সন্তান তার সঙ্গে ছিল। ঘটনার ব্যাপক তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এদিকে সঞ্জয় ঘোষের দ্বিতীয় কন্যা অঙ্কিতা ঘোষ তড়িঘড়ি গোলাঘাটে নিজের বাড়িতে এসে পৌঁছে গেছেন। এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ পারিবারিক সংঘাত বলে আখ্যা দিয়েছে স্থানীয় এলাকাবাসী। লাভ জিহাদ কিংবা ভিন্ন ধর্মের বিবাহের করুন পরিনিতি হিসাবে এই ত্রিপুল মার্ডার সংগঠিত হয়েছে বলে একাংশ ব্যক্তি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে পুলিশকে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে দোষী নাজিবুর রহমানকে ফাঁসির মত কঠোর শাস্তি দেওয়ার দাবি উত্থাপন করেছেন ঘোষ পরিবারের প্রতিজন সদস্য এবং স্থানীয় সাধারণ জনতা।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ঃঅধরা ইয়াসমিনের নামে মামলা চট্টগ্রামে, তদন্ত নোয়াখালীতে

ঢাকা ঃ টেলিভিশন সাংবাদিকতা শুরু করেছেন দুই বছর আগে। এর মধ্যেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার কবলে পড়তে হলো বাংলাদেশের নারী সাংবাদিক অধরা ইয়াসমিনকে। বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভির এই স্টাফ রিপোর্টার ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানিয়েছেন, চট্টগ্রামের সাইবার ট্রাইব্যুনালে তার নামে মে মাসে মামলা হলেও অবগত করা হয়েছে জুলাইতে এসে। মামলাটির তদন্ত হচ্ছে আবার নোয়াখালীতে। নিজের প্রতিষ্ঠান আরটিভি আইনি সহায়তা দিচ্ছে জানিয়ে অধরা ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, ''আমি ঢাকায় বসে প্রতিবেদনটি প্রচার করেছি। সেই প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে সাকেরুল কবির। নিজেকে তিনি রাজারবাগ দরবার শরীফের একজন মুরিদ বলে পরিচয় দেন।'' মামলার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে অধরা বলেন, ''আমি তদন্ত প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে ১৪ জুলাই নোয়াখালী গিয়েছিলাম। তদন্ত শেষ হলে হয়তো আদালতে যেতে হবে।'' মামলাটির তদন্ত করছেন নোয়াখালী জেলা সিআইডির পরিদর্শক মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তেমন কোনো তথ্য দিতে রাজি হননি তিনি। শুধু বলেন, ''তদন্ত চলছে। এটা নিয়ে কাজ করছি।'' বাংলাদেশের এই আইন নিয়ে দেশবিদেশে সমালোচনা চলছে আগে থেকেই। ৫ জুন জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে দেশের আইনমন্ত্রী আনিসুল হক জানান, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাস হওয়ার পর থেকে ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে এই আইনে ৭ হাজার ১টি মামলা হয়েছে। বাক স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করা সংগঠন আর্টিক্যাল নাইনটিনের হিসাবে ২০২০ সাল থেকে

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে ২২৩ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এই আইনে ১১০টি মামলা হয়েছে। এইসব মামলায় ৫৪ জন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই সময়ে সব মিলিয়ে ৫৭৩টি মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৪০৪ জনকে। সাংবাদিকদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার বৈশ্বিক সংগঠন কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) অধরার বিরুদ্ধে চলমান তদন্ত বন্ধে দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠন থেকেও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। চট্টগ্রামের সাইবার ট্রাইব্যুনালে গত ১৩ মে অধরা ও তার সোর্সের বিরুদ্ধে মামলাটি হয়। এর আগে গত ৩০ এপ্রিল আরটিভিতে অধরার একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। ওই প্রতিবেদনে তিনি রাজারবাগ দরবার শরীফ ও এর নেতা সাকেরুল কবিরের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কথা প্রকাশ করেন। চট্টগ্রামের আদালতে সাকেরুল নিজেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলাটি করেন। সাকেরুল ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, ''আরটিভিতে সে (অধরা ইয়াসমিন) আমার নামে একটি মিথ্যা তথ্য, একটি মিথ্যা বক্তব্য পেশ করেছিল। সেটার জন্য আমি মামলা করেছি।'' সাকেরুলের দাবি, ''ওই রিপোর্টে আমার নামে হওয়া ২০১৭ সালের একটি মামলার কথা বলা হয়েছে। সাতক্ষীরাতে আমি এক লোকের কাছে ৩৫ লাখ টাকা পেতাম। তার সঙ্গে আমার এক কাজিন আছে। কাঞ্চন। তারাই যোগসাজশ করে আমার নামে মিথ্যা মামলাটা করছে। তখনই সিআইডির মাধ্যমে তদন্তে এটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল। ২০১৭ সালের এই মামলার কথা বলতে গিয়ে এখন ২০২৩ সালের এই রিপোর্টে আমার ছবি দেখানো হয়েছে।'' ''আমার দেশের বাড়ি নোয়াখালী। তাই তদন্ত নোয়াখালীতে হচ্ছে,'' জানিয়ে সাকেরুল বলেন, ''বিচারক যেকোনো স্থানেই তদন্ত করতে নির্দেশ দিতে পারেন।'' 'হালাল মামলার ফাঁদ' শিরোনামে ১৭ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডের ওই প্রতিবেদনে সাকেরুলের প্রসঙ্গ এসেছে শুরু থেকেই। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, রাজারবাগ দরবার শরীফের মুরিদ হওয়ার পরই বদলে যেতে থাকে সাকেরুলের জীবন। সেখানে তার বাবারও মন্তব্য আছে। ছেলে সম্পর্কে তাকে বলতে শোনা গেছে, ''তারে মেরে ফেলবে। কারণ সে (সাকেরুল) সব জানে, তাই বের হতে পারবে না।'' 'বিভিন্ন মানুষের সম্পত্তি দখল করতে' কীভাবে একটি সিন্ডিকেট দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নামে একের পর এক মামলা দেয়, প্রতিবেদনটিতে সেসব বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে সাকেরুলের বিষয়ে আরও তথ্য দিতে ২০১৭ সালের ১৬ মার্চ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করা হয়। প্রতিবেদনে প্রকাশিত ছবি দেখিয়ে অধরা ইয়াসমিন ভয়েসওভারে বলতে থাকেন, ''সাকেরুলের গল্পটা আমরা এখানেই শেষ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎই পত্রিকার একটি কাটিং আমাদের সন্দেহ বাড়ায়। পত্রিকার সংবাদ বলছে সাতক্ষীরায় একটি মামলা সাজাতে গিয়ে সাঙ্গপাঙ্গসহ ধরা পড়েন সাকেরুল। খবর নিয়ে জানা যায়, ভাড়া করা তিন মেয়েকে নিয়ে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়েছিল সাকেরুল। এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করলে তাকে (সাকেরুলকে) পাওয়া যায়নি।'' প্রতিবেদনে দেখা যায়, উপস্থাপিকা অধরা ইয়াসমিন সাকেরুলের মুঠোফোনে কল করছেন। কিন্তু রিসিভ হচ্ছে না। সাকেরুল ব্যক্তিগত নম্বরে সরাসরি খুব একটা কথা বলতে চান না। তবে হোয়াটসঅ্যাপে তাকে পাওয়া যায়। এই প্রতিবেদক তার নম্বরে একাধিকবার কল করেন। কিন্তু রিসিভ করেননি। পরে দুদিন বাদে তাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে ছবি ব্যবহার নিয়ে মূলত আপত্তি বেশি সাকেরুলের। তিনি ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, ''আমাকে নিয়ে সেখানে যে বক্তব্যটা দিছে, বিশেষ করে আমার একটা মামলা সংক্রান্ত বিষয় বলছিল, ছবি ব্যবহার করছিল। যে বক্তব্য সে দিয়েছিল, সেটা মিথ্যা। এই মিথ্যা বক্তব্যের বিরুদ্ধে মামলাটা করেছি।'' সাকেরুলের বাড়ি নোয়াখালী, ৩৫ লাখ টাকা পান সেই সাতক্ষীরায়, এত দূরে এত টাকা কীভাবে একজন মানুষের কাছে তিনি পান, কী কাজ তিনি করেনএ বিষয়ে জানতে চাইলে সাকেরুল দাবি করেন, ''আমার মধুর ব্যবসা ছিল। সেই ব্যবসা সংক্রান্তে তার কাছে পেতাম।'' মধুর ব্যবসায় এতটাকা লেনদেন সম্ভব কি নাএমন প্রশ্নের জবাবে সাকেরুল দাবি করেন, ''জ্বি, এত টাকা।'' অধরা ইয়াসমিন বলছেন, ''এগুলো তারা হয়রানির জন্যই করেন। আমি প্রতিবেদনে সব তথ্যপ্রমাণ দেখিয়েছি। কীভাবে তারা মামলা করে, সেসব তুলে ধরেছি। তবু আমার নামে মামলা হলো। এখন মামলার পেছনে দৌড়াবো, না কি কাজ করবোসেটা বুঝতে পারছি না।'' নিরাপত্তাহীনতার কথা উল্লেখ করে অধরা বলেন, ''কখনো কখনো মনে হয় কেউ আমাকে অনুসরণ করছে।''

রাজ্যে নিয়ুক্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার মধ্যেই এবার ডিজিটাল মাধ্যমের দোহাই দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ পদ কর্তনের প্রক্রিয়া শুরু অসম সরকারের

ইঅফিস কার্যকরী করার পরিণতি

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ বিলুপ্তি হতে চলেছে রাজ্য সরকারের ৫০ পদ। রাজ্যের বেকার যুবকযুবতীদের জন্য এক উদ্বেগজনক খবর। একদিকে অসম সরকার ব্যাপকভাবে নিযুক্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের আগে আরো ৩২ হাজার পদে নিযুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করবে রাজ্য সরকার। কিন্তু এরই মধ্যে সরকারের নানা কার্যকলাপের ফলে বেকার যুবক যুবতীদের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। এবার ডিজিটাল মাধ্যমের দোহাই দিয়ে সরকারি কর্মচারীদের ৫০ শতাংশ পদ কর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে অসম সরকার। এটাকে ইঅফিস কার্যকরী করার পরিণতি হিসাবে দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ ইঅফিস কার্যকরী হলেই রাজ্য সরকারের ৫০ শতাংশ পদ বিলুপ্তি হবে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে রাজ্য সরকারের অধীনের প্রতিটি বিভাগের অপ্রয়োজেনীয় পদ বিলুপ্তি করার জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছে। এর ফলে অধিকাংশ পদেরই অস্তিত্ব না থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিশেষ করে চতুর্থবর্গ, কম্পিউটার অপারেটর ইত্যাদি পদের অস্তিত্ব থাকবে না। এমনকি অস্তিত্ব পাওয়া থাকবে না তৃতীয় বর্গের অধিকাংশ পদের। ডিজিটাল মাধ্যমে দোহাই দিয়ে এভাবেই ৫০ শতাংশ পদ কর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের কর্মচারী বিভাগে এই বিস্ফোরক তথ্য পাওয়া গেছে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তন হলে রাজ্য সরকারের ১০ শতাংশ কর্মচারী নেই হয়ে যাবেন।

উল্লেখ্য এক্ষেত্রে গত ২০ জুলাই সরকারের তরফে মেমোরেন্ডাম প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার প্রতিটি বিভাগে এবিপি ৬৭২০২৩১ নম্বর মেমোরেন্ডাম প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এমনকি অসম সচিবালয় সর্বপ্রথম এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে প্রকাশ পেয়েছে। তবে পদ বিলুপ্তি করণ প্রক্রিয়ার মধ্যেই নতুন পদ সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। কিন্তু এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে কর্মচারী বিভাগ এবং অর্থ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। প্রয়োজেনীয় নতুন পদ পূরণের জন্য লোকসভা আযোগে নিযুক্তি বোর্ডে পত্র প্রেরণ করতে হবে। এরপরে সরকারে নতুন নিযুক্তি সম্ভবপর হয়ে উঠবে বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের জন্য সুখবর। কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রের সরকারি কর্মচারী সংগঠনের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। সপ্তম পে কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা ব্যাপকভাবে লাভান্বিত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। সপ্তম পে কমিশনের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা তিনটি মূল সুবিধা পাবেন। তাছাড়া ফিটমেন ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা। কর্মচারীদের বেসিক বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মচারীদের বকেয়া বোনাস দেবে সরকার। তাছাড়া সরকারের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীরা অন্যান্য সুযোগসুবিধা পেতে চলেছেন বলে জানা গেছে।

সন্ত্রাসবাদের তিন অভিযোগের মুখে ব্রিটেনের কট্টরপন্থী ইসলাম প্রচারক

লন্ডন ঃ ব্রিটেনের কট্টরপন্থী ইসলাম প্রচারক আনজেম চৌধুরীর বিরুদ্ধে সোমবার সন্ত্রাসী অপরাধের তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে বলে লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে। ব্রিটেনের সন্ত্রাসী আইন ২০০০-এর ৫৬ ধারায় তার বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের সদস্য হওয়া, একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের প্রতি সমর্থনে মিটিংয়ে বক্তৃতা করা এবং সন্ত্রাসী সংগঠনে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। ছাপ্পান্নবছর বয়সী মি. চৌধুরীকে লন্ডনের ইলফোর্ডের বাড়ি থেকে গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার করা হয়। একই সাথে, খালেদ হোসেন নামে আরেক ব্যক্তিকেও সোমবার নিষিদ্ধ সংগঠনের সাথে জড়িত থাকায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। আটাশবছর বয়সী এই কানাডিয়ান নাগরিককে গত সপ্তাহে ব্রিটেনের ঢোকার পর হিথরো বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়। অভিযুক্ত দু'জনকেই পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং আজ সোমবার আরও পরের দিকে এদের ওয়েস্টমিনস্টার ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করার কথা রয়েছে। মেট্রোপলিটান পুলিশের কাউন্টারটেরোরিজম ইউনিটের গোয়েন্দারা নিষিদ্ধ সংগঠনের কথিত সদস্যতা ব্যাপারে তদন্ত করেছিল। আনজেম চৌধুরী সালাফিপন্থী সংগঠন আলমুহাজিরুনের প্রধান ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার ২০১০ সালে এই গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাইনইলেভেন সন্ত্রাসী হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের তিনি মহান আত্মত্যাগকারী বলে প্রশংসা করেছিলেন এবং ব্রিটেনের বাকিংহাম প্যালেসকে তিনি একটি মসজিদে রূপান্তর করতে

চেয়ে বক্তব্য দিয়েছিলেন। মুসলমানদের ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠীতে যোগদানে উৎসাহিত করার জন্য ব্রিটেনে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে মি. চৌধুরীকে সাড়ে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। কিন্তু অর্ধেকেরও কম সময় সাজা ভোগের পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। আলমুহাজিরুন সৌদি আরবভিত্তিক একটি নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন। এই গ্রুপটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওমর বাকরি মুহাম্মদ নামে একজন সিরিয়ান - যিনি আগে হিজবুত তাহরিরের সদস্য ছিলেন। মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেন এবং অন্যান্য সংগঠনসহ ব্রিটেনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অতীতে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রতি আলমুহাজিরুনের সমর্থন, সমকামিতা এবং ইহুদি বিদ্বেষের নিন্দা করেছে।

ফোনে হত্যার হুমকি পেয়েছেন হিরো আলম, থানায় জিডি

ঢাকা ঃ ফোন কলে হত্যার হুমকি পেয়ে সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ঢাকা-১৭ আসনের উপনির্বাচনের অন্যতম প্রার্থী আশরাফুল আলম (হিরো আলম)। ২৪ জুলাই রাতে তিনি হত্যা হুমকি পান।রাত সাড়ে ১১টার দিকে হিরো আলম বাদী হয়ে, ঢাকার হাতিরঝিল থানায় জিডি করেন বলে জানান উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল কাদির।

জিডি সূত্রে জানা যায়, হিরো আলমকে হত্যার হুমকি দিয়ে একটি অজ্ঞাত নম্বর থেকে তিনটি ফোন কল আসে। সোমবার রাত ৯টা ৪৩ মিনিটে তিনি প্রথম ফোন কল পান। জিডিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ফোনে এক ব্যক্তি তাকে (হিরো আলমকে) শিক্ষা দেবে এবং সাত দিনের মধ্যে তার মরদেহ বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে দেবে বলে হুমকি দেয়। গত ১৭ জুলাই রাজধানীর বনানীতে একটি ভোটকেন্দ্র থেকে বের হওয়ার সময় শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন জাতীয় ঢাকা-১৭ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিরো আলম। এ ঘটনায় হিরো আলমের একান্ত সহকারী বাদী হয়ে অজ্ঞাত ১৫-২০ জনের বিরুদ্ধে বনানী থানায় মামলা দায়ের করেন। হিরো আলমের দায়ের করা মামলায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

মণিপুরে গ্রেপ্তার আরো এক, পরিস্থিতি থমথমে

দুই নারীকে বিবস্ত্র করে ঘোরানো এবং ধর্ষণের অভিযোগে মণিপুরে গ্রেপ্তার আরো এক। মণিপুরের ঘটনা নিয়ে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করে ধরনায় বসেছেন বিরোধীরা। এই পরিস্থিতিতে দুই নারীকে বিবস্ত্র করে ঘোরানোর ঘটনায় সপ্তম ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একজন নাবালক। সোমবার মণিপুরের থৌবল জেলা থেকে সপ্তম ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই ব্যক্তি সেখানে গা ঢাকা দিয়েছিল।

জাতীয় রাজনীতিতে বটে হ্, মণিপুরের স্থানীয় রাজনৈতিক মহলেও একটি প্রশ্ন বার বার তোলা হচ্ছে। দুই মাস আগে যে ঘটনা ঘটেছিল, পুলিশ এতদিন পর তা নিয়ে নড়েচড়ে বসল কেন? কেন আগেই ধরপাকর শুরু হয়নি। মণিপুরের জনজাতি বিষয়ক একটি সংগঠন সংবাদমাধ্যমে অভিযোগ করেছে, দুই মাস আগে ওই ঘটনা ঘটার পর পুলিশের কাছে এফআইআর করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ তখন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। সম্প্রতি ওই ঘটনার ভিডিও সামনে আসার পর এবং তা নিয়ে দেশজুড়ে আলোড়ন শুরু হওয়ার পরেই পুলিশ ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় প্রথম ব্যক্তিকে গত ২০ জুলাই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ওই দিনই আরো তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে ওই ঘটনার জন্য প্রত্যেক অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড দাবি করেছেন আন্না হাজারে। একসময় দিল্লিতে দীর্ঘ আন্দোলন করেছিলেন আন্না হাজারে। তার সেই আন্দোলনের পরেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নেতৃত্বে আম আদমি পার্টি গঠিত হয়। মাঝে দীর্ঘদিন কার্যত অন্তরালে ছিলেন অন্না। মণিপুরের ঘটনার পর ফের সরব হয়েছেন তিনি। গত ৩ মে থেকে উত্তাল মণিপুর। কুকি এবং মেইতেইয়ের সংঘর্ষে এখনো পর্যন্ত ১৫০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে তারা উদ্বাস্তু ক্যাম্পে আছেন। তাদের বক্তব্য, মণিপুরে তাদের সম্পত্তি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন তারা।

কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদে 'খোঁড়াখুঁড়ি' চালানো নিয়ে বিতর্ক

কাশীতে জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে দেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সোমবার সকালে তাদের 'সার্ভে' শুরু করার কিছুক্ষণ পরেই নাটকীয়ভাবে সুপ্রিম কোর্ট তার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। দেশের যে সব বিতর্কিত ধর্মীয় কাঠামোকে ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা আগে মন্দির ছিল বলে দাবি করে থাকেন, কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদ তার অন্যতম।

শুভজ্যোতি ঘোষ
প্রাবন্ধিক

এই মসজিদ ও তার লাগোয়া কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরকে ঘিরে বিতর্কও অনেক পুরনো।

জ্ঞানবাপী মসজিদ কর্তৃপক্ষের তরফে সিনিয়র আইনজীবী হুজেফা আহমদি দেশের শীর্ষ আদালতকে জানান, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তরফে ইতিমধ্যেই মসজিদের পশ্চিম প্রান্তের দেওয়ালে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দেয়া হয়েছে। যদিও সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ওই বক্তব্যকে নস্যাৎ করে পাল্টা দাবি করেন, মসজিদ প্রাঙ্গণের একটা ইঁটও সরানো হয়নি এবং সে রকম কোনও ভাবনাও নেই।

মসজিদ কর্তৃপক্ষর তরফে অবশ্য এর পরেও প্রশ্ন তোলা হয়, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এত তাড়াহুড়ো করে সার্ভে চালানোর দরকারটা কী?

দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন একটি বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ২৬ জুলাই বিকেল ৫টা পর্যন্ত পর্যন্ত জ্ঞানবাপীতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের 'সার্ভে' বন্ধ রাখতে হবে এবং মসজিদ চত্বরের স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে।

আগামী দু'দিনের মধ্যে যাতে মসজিদ কর্তৃপক্ষ এলাহাবাদ হাইকোর্টে এই সার্ভের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ পান, সেই সময়টা দিতেই এই স্থগিতাদেশ জারি করা হল বলেও প্রধান বিচারপতি স্পষ্ট করে দেন। এর আগে কাশী বা বারাণসী শহরের একটি স্থানীয় আদালত গত শুক্রবার দেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে এই সার্ভে শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিল।

তিন দশক আগে যেভাবে অযোধ্যা বাবরি মসজিদ ভেঙে সেখানে পরবর্তীকালে রামমন্দির গঠনের পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল, ভারতের মুসলিম সমাজের অনেকেই আশঙ্কা করছেন এখন কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদকে ঘিরেও এখন অনেকটা একই ধরনের পাঁয়তারা কষা হচ্ছে।

জ্ঞানবাপী মসজিদ নতুন করে খবরের শিরোনামে আসে ২০২১ সালের গোড়ার দিকে, যখন একদল হিন্দু মহিলা ওই মসজিদের ভেতরে হিন্দু দেবদেবীদের পূজা করার অনুমতি চেয়ে আদালতের শরণাপন্ন হন।

বারাণসীর একটি নিম্ন আদালত তখন মসজিদ কমপ্লেক্সের ভেতরে 'ভিডিও সার্ভে' চালানোর নির্দেশ দেয় ‐ আর সেই সার্ভেতে মসজিদের একটি অংশে এমন একটি কাঠামোর সন্ধান পাওয়া যায় যাকে হিন্দুদের অনেকে 'শিবলিঙ্গ' বলে দাবি করেন।

তবে জ্ঞানবাপী মসজিদের ম্যানেজমেন্ট কমিটি তখন থেকেই বলে আসছে, ওই কাঠামোটি আসলে তাদের 'ওজুখানা'র ভেতরে একটি ফোয়ারা ছাড়া কিছুই নয়।

ওজুখানা হল মসজিদের সেই অংশ যেখানে নামাজের আগে মুসল্লিরা তাদের হাতপা ধুয়ে থাকেন।

বিষয়টির সংবেদনশীলতা অনুধাবন করে এর পরেই দেশের সুপ্রিম কোর্ট মসজিদের ভেতরে ওয়াজুখানাটি বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়।

কিন্তু জ্ঞানবাপীকে নিয়ে আইনি লড়াই এর পরেও থামেনি। পূজার অনুমতি চেয়ে হিন্দু মহিলাদের করা মূল আবেদনটি নাকচ করে দিতে মসজিদ কর্তৃপক্ষের আর্জি এলাহাবাদ হাইকোর্ট গত মে মাসে খারিজ করে দেয়।

এর পরে বারাণসীর নিম্ন আদালতের রায় অনুযায়ী মসজিদে সার্ভে চালাতে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আর কোনও বাধা ছিল না ‐ তবে ওয়াজুখানাকে এই সার্ভের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল।

গত শুক্রবার বিকেলে বারাণসীর নিম্ন আদালত নতুন করে সেই নির্দেশ দেওয়ার পর আজ সাতসকালেই প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দল মসজিদে হাজির হয়ে যায়।

তবে মসজিদ কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন, তারা এতে কোনও সহযোগিতা করবেন না। সুপ্রিম কোর্টে তাদের আইনজীবী অভিযোগ করেন, সার্ভের নামে আসলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মসজিদে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করে দিয়েছে।

কিন্তু সেই দাবি নাকচ করে দিয়ে সলিসিটর জেনারেল বলেন, মসজিদের ভেতরে 'মাপজোক, ফোটোগ্রাফি আর রাডার স্টাডি' ছাড়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আর কিছুই করছে না।

তবে এর পরেও সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, পরবর্তী আড়াই দিনের জন্য সেই সার্ভে বন্ধ রাখতে হবে ‐ কারণ এটা বোঝাই যাচ্ছে নিম্ন আদালতের রায় কার্যকর হওয়ার আগে মসজিদ কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ঠ সময় পাননি।

ভারতের মুসলিম নেতারা অনেকেই মনে করছেন বারাণসীতে কোর্টের রায় অসাংবিধানিক এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভূমিকাও আগে থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ।

এই রায় অযোধ্যার পর ভারতে আর একটি মন্দির-মসজিদ বিবাদ নতুন করে উসকে দেবে বলেও অনেক পর্যবেক্ষক আশঙ্কা করছেন।

ভারতের সুপ্রাচীন শহর বারাণসী বা কাশী, যা এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংসদীয় কেন্দ্রও বটে, সেখানে হিন্দুদের কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ও মুসলিমদের জ্ঞানবাপী মসজিদ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকশো বছর ধরে।

সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য মহম্মদ তৌহিদ খানের কথায়, সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সার্ভে কমিশনকে দায়িত্ব দেয়ার নির্দেশ সমীচিন হয়নি বলেই আমরা মনে করি।

অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সদস্য জাফরইয়াব জিলানিও প্রশ্ন তুলেছেন, জ্ঞানবাপী মসজিদ নিয়ে একটি মামলা যখন এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে এবং হাইকোর্ট সেখানে তাদের রায় মুলতুবি রেখেছেন ‐ সেখানে কীভাবে সিভিল জজ এই আদেশ দিতে পারেন?

তা ছাড়া ভারতে ১৯৯১ সালে পাস হওয়া ধর্মীয় উপাসনালয় আইনও বলে, অযোধ্যা ছাড়া দেশের সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে। বারাণসী সিভিল কোর্টের নির্দেশ সেই রায়েরও লঙ্ঘন বলে অনেকে মনে করছেন।

দেশের বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ মৃদুলা মুখার্জি যেমন বিবিসিকে বলছিলেন, ওই আইনটাতে পরিষ্কার লেখা আছে দেশের সব ধর্মস্থানে যেভাবে উপাসনা চলছে সেটাকে কেউ বদলাতে পারবে না।

শুধু অযোধ্যায় রামমন্দির-বাবরি মসজিদ প্রাঙ্গণকে সেই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো আগামী বছরের নির্বাচনের আগে জ্ঞানবাপী মসজিদকে নিয়ে একটি রাজনৈতিক ইস্যু তৈরি করতে চাইছে বলেই তাঁর বিশ্বাস।

হায়দ্রাবাদের প্রভাবশালী এমপি আসাদউদ্দিন ওয়াইসিও নিম্ন আদালতের রায়ের বৈধতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন, ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ আগেও বহু হিন্দুত্ববাদী মিথ্যার ধাত্রী হিসেবে কাজ করেছে ‐ তাদের কাছ থেকে কোনও নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না।

ভারতের সুপরিচিত ইসলামী পন্ডিত আতিকুর রেহমানও বলছেন, পঞ্চাশ বা ষাটের দশকেই কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ট্রাস্ট ও জ্ঞানবাপী মসজিদ কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল এই রায় তার লঙ্ঘন।

তা ছাড়া নানি পাল্কিওয়ালার মতো কিংবদন্তী আইন-বিশেষজ্ঞ অযোধ্যা মামলার শুনানিতেই বলেছিলেন আদালত আইনের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে ‐ প্রত্নতত্ত্ব বা ইতিহাসের ভেতর ঢোকার এক্তিয়ার কিন্তু তাদের নেই।

আর অযোধ্যায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের নাটক তো আমরা এর মধ্যেই দেখে ফেলেছি, বিবিসিকে আগেই বলেছিলেন আতিকুর রেহমান।

ভারতে রামমন্দির আন্দোলনের সময় হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলোর খুব জনপ্রিয় স্লোগান ছিল, ইয়ে তো সির্ফ ঝাঁকি হ্যায়, কাশী-মথুরা বাকি হ্যায়!

যাতে প্রচ্ছন্ন হুঙ্কার ছিল, অযোধ্যায় মসজিদ ভেঙে রামমন্দির গড়ার পর তারা কাশী-মথুরাতেও মসজিদ দখলের অভিযানে নামবে। জ্ঞানবাপী মসজিদের ভেতরে সার্ভের নির্দেশে সেই হুমকি বাস্তবায়নেরই চেষ্টা দেখতে পাচ্ছেন অনেক পর্যবেক্ষক।

সাময়িকী

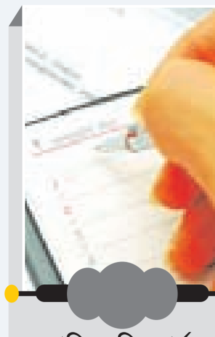

সাবিনে কিনকার্ৎস
কলামিস্ট

শরণার্থীদের আশ্রয় দিতে হিমশিম খাচ্ছে জার্মানি

জার্মানিতে শরণার্থী আসার সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু ২০১৫-১৬ সালে আসা শরণার্থীদের অনেকে এখনও নিজস্ব থাকার জায়গা খুঁজে পাননি।

জার্মানির হেসে রাজ্যের ফুলডা জেলা প্রশাসন সম্প্রতি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লিখে জানিয়েছে যে, তাদের ওখানে নতুন আশ্রয়প্রার্থীদের রাখার আর কোনো জায়গা নেই। ফুলডার প্রশাসক ব্যার্নড ভয়ডে জানান, শুধু যে বাসস্থানের অভাব আছে, তা নয়। শিশু ও চিকিৎসা সেবা, স্কুলসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনেক চাপ রয়েছে বলে জানান তিনি।

ফুলডার মতো আরও অনেক শহরও একই অবস্থায় পৌঁছে যাওয়ার কথা জানিয়েছে।

জার্মানির অভিবাসন ও শরণার্থী সংস্থা বিএএমএফ জানিয়েছে, এ বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত এক লাখ ৬২ হাজারের বেশি আশ্রয় আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৪৪ হাজার আবেদন করেছেন সিরিয়ার নাগরিকরা। এরপরে আছে আফগানিস্তান (প্রায় ২৮ হাজার) ও তুরস্ক (প্রায় ১৯ হাজার)। এছাড়া আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের প্রায় ২০ হাজার মানুষ আশ্রয়ের আবেদন করেছেন।

বিএএমএফ জানিয়েছে, এক লাখ ৩৩ হাজার আবেদন বিবেচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৮ শতাংশ আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অর্থাৎ আবেদনকারী প্রতি দুইজনের মধ্যে একজনের জার্মানিতে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হিল্ডেসহাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিবাসন নীতি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ বরিস ক্যুনের ধারণা, এ বছর জার্মানিতে প্রায় তিন লাখ মানুষ আশ্রয়ের আবেদন করতে পারেন।

একজন শরণার্থী জার্মানিতে পৌঁছার পর তাকে প্রথমে একটি অস্থায়ী জায়গায় রাখা হয়। তার আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে সেখানেই থাকতে হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এসব অস্থায়ী কেন্দ্রের বেশিরভাগগুলোতেই এখন নতুন করে আশ্রয়প্রার্থীদের পাঠানোর সুযোগ নেই। কারণ সেগুলোতে থাকার জায়গা নেই। এর একটি কারণ খুঁজে পেয়েছেন বরিস ক্যুন ও জার্মানির ট্যুবিঙ্গেন শহরের শরণার্থী বিষয়ক কর্মকর্তা ইউলিয়ান শ্লিশ্ট। তারা যৌথভাবে একটি তদন্ত করে দেখতে পেয়েছেন, ২০১৫-১৬ সালের শরণার্থী সংকটের সময় জার্মানিতে যে শরণার্থী ও অভিবাসনপ্রত্যাশীরা এসেছিলেন তাদের প্রায় ২৫ শতাংশ এখনও অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে আছেন। অনেকে আশ্রয়ের অনুমতি পেলেও আবাসন সংকটের কারণে নিজস্ব বাসা পাচ্ছেন না।

ক্যুন আর শ্লিশ্ট বলছেন, ২০১৫-১৬ সালের পর জার্মানির যেসব এলাকার কর্তৃপক্ষ শরণার্থী বিষয়ে গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে সেসব এলাকায় এই সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে।

আর যেসব এলাকার কর্তৃপক্ষ শরণার্থীদের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে সেখানে সমস্যা কম হয়েছে। যেমন ডুসেলডর্ফ শহর কর্তৃপক্ষ নিজ দায়িত্বে স্বীকৃত আশ্রয়প্রার্থীদের বাসা খুঁজে দিতে সহায়তা করেছে। তারা শরণার্থীদের বাসা ভাড়া দিতে বাড়ির মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছে।

এছাড়া বাডেন-ভ্যুর্টেমব্যার্গ রাজ্যের কয়েকটি শহর কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে মিলে স্বীকৃত শরণার্থীদের জন্য বাসা খুঁজেছে। পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংস্কার করে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য টাকাও দিয়েছে অনেক শহর কর্তৃপক্ষ। শরণার্থীদের বাসা ভাড়া দিতে বাড়ির মালিকদের সঙ্গে প্রথম কয়েক বছরের জন্য চুক্তিও করেছে কিছু শহর কর্তৃপক্ষ।

মোদীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনছে বিরোধীরা

মণিপুর নিয়ে সংসদ অচল রেখেও কাজ হয়নি। তাই এবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারে বিরোধীরা।

বিরোধীদের দাবি ছিল, মণিপুর নিয়ে সংসদে বিতর্ক করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লোকসভা ও রাজ্যসভায় বিবৃতি দিতে হবে। কিন্তু সরকারের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মণিপুর নিয়ে তারা বিতর্কে রাজি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বিবৃতি দেবেন না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিতর্কের জবাব দেবেন। বিরোধীরা তা মানতে চাননি। বিরোধী মানে ২৬ দলের 'ইন্ডিয়া' জোট। যেখানে কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম, ডিএমকে, জেডিইউ, জেএমএম, এনসিপি, আরজেডি, ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিপির মতো দলগুলি আছে।

সূত্র জানাচ্ছে, এত তড়িঘড়ি করে অনাস্থা প্রস্তাব আনাটা হলো তাদের রাজনৈতিক কৌশলের অঙ্গ। পাশাপাশি মোদী-শাহের কৌশল ভেস্তে দেয়ারও অঙ্গ। আসলে বিরোধীরা সংসদ অচল করে রাখার পর মোদী-শাহ ঠিক করেছেন, এবার সরকার তাদের বিলগুলি হইচইয়ের মধ্যে পাশ করিয়ে নেবে। এবার সংসদে ৩১টি বিল পাস করাতে চায় সরকার। তার মধ্যে দিল্লি নিয়ে বিতর্কিত অর্ডিন্যান্সকে আইনে পরিণত করা সংক্রান্ত বিল আছে। যে অর্ডিন্যান্সে উচ্চপদস্থ আমলা নিয়োগের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাত থেকে নিয়ে লেফটেন্যান্ট গভর্নর বা এলজি-কে দেয়া হয়েছে। আম আদমি পার্টির অনুরোধ মেনে ইন্ডিয়া জোটের সব বিরোধী দল ঠিক করেছে, এই অর্ডিন্যান্স সংক্রান্ত বিলের বিরুদ্ধে তারা একজোট হয়ে ভোট দেবে। এই বিল তারা সর্বশক্তি দিয়ে রোখার চেষ্টা করবে। লোকসভায় তারা সংখ্যালঘু। কিন্তু রাজ্যসভায় তারা এর বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে সরকারকে চাপে রাখতে চাইছে। এই অবস্থায় অনাস্থা প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অনাস্থায় বিরোধীদের আক্রমণের প্রধান বিষয়ই হবে মণিপুর। অনাস্থা প্রস্তাব আনলে আগে তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে জবাব দিতে হবে। তখন মণিপুর নিয়ে বলতে বাধ্য হবেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর তিনি যা বললেন, তা নিয়ে সংসদের বাইরেও আক্রমণ শানাবে বিরোধীরা। এদিনই বিজেপি সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিরোধীরা জোটের নাম দিয়েছে ইন্ডিয়া, তাতে কোনো লাভ নেই। এর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি 'ইন্ডিয়া' নাম দিয়ে ভারতকে শোষণ করেছে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের নামেও 'ইন্ডিয়া' আছে। তাই 'ইন্ডিয়া' নাম দিলেই কেউ ভালো হয়ে যায় না বা বাড়তি গুরুত্ব পায় না। ফলে ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর আক্রমণটা এই দিক থেকেই আসবে বলে মনে করছেন বিরোধী নেতারা।

বিরোধী সাংসদদের একাংশ রাতভর গান্ধীমূর্তির সামনে ধরনা দিয়েছেন। এটা ছিল মণিপুর নিয়ে বিরোধী বিক্ষোভের অঙ্গ। প্রায় প্রতিদিন সকালেও গান্ধীমূর্তির সামনে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির সাংসদরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

জানা অজানা

মৌসুমী বন্যায় পূর্ব চীনে ৫ জনের প্রাণহানি

প্রবল বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যা পূর্ব চীনে আঘাত হানে। এতে কমপক্ষে ৫ জনের প্রাণহানি এবং ৩জন নিখোঁজ হয়েছে। দেড় হাজারের বেশি মানুষকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। রবিবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম একথা জানায়। চায়না ন্যাশনাল রেডিও জানিয়েছে, শনিবার বিকেলে হাংঝো শহরের ফুইয়াং জেলার একটি গ্রাম ব্যাপক বন্যায় ভেসে যায় অনেক বাড়িঘর তলিয়ে গেছে সিসিটিভি জানিয়েছে, বৃষ্টির ফলে আংশিক পাহাড় ধস এবং কাদা ধসের ফলে জেলার একাধিক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৬০০'র বেশি পরিবার বিদ্যুৎ বিভ্রাটের শিকার হয়। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, দেড় হাজারের বেশি মানুষকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। প্রতি বছর মৌসুমি বন্যা চীনের বড় অংশে, বিশেষ করে আধা-ক্রান্তীয় দক্ষিণে আঘাত করে। তবে উত্তরের কিছু অঞ্চলে এবার ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যার খবর পাওয়া গেছে। চলতি মাসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা আঘাত হানে এবং হতাহতের ঘটনা ঘটায়। চলতি মাসের শুরুতে চংকিং-এর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলে বন্যায় অন্তত ১৫ জন মারা গেছে। হুবেই প্রদেশের মধ্যাঞ্চলে প্রবল বৃষ্টির কারণে কিছু বাসিন্দা তাদের যানবাহন এবং বাড়িতে আটকে আছে। শনিবার রাত নাগাদ কর্তৃপক্ষ জিয়ানিং শহর থেকে প্রায় ২২০ জনকে উদ্ধার করেছে বা সরিয়ে নিয়েছে। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম পিপলস ডেইলি একথা জানায়। ২০২১ সালে হেনানের কেন্দ্রীয় প্রদেশে ৩০০ জনের বেশি মানুষ মারা যায়। সেই বছরের ২০ জুলাই রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টিপাতের ফলে প্রাদেশিক রাজধানী ঝেংঝো প্লাবিত হয়। রাস্তাগুলো নদীতে পরিণত হয়েছিল। একটি পাতাল রেল লাইনের অন্তত একটি অংশ বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল।

পাঠকের চিঠি

বই ছেড়ে এ প্রজন্মের হাতে উঠুক বই

জ্ঞানপিপাসু পাঠকের কাছে বইয়ের তাৎপর্য আলাদা রকমের হয়ে থাকে। বই যেমন জ্ঞানের জগত বাড়ায় অন্যদিকে অনেক অজানা জগতের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। বিভিন্ন ধরনের বইয়ের সমারোহ থাকে। যেমন বিচিত্র গল্পের বই বা বিভিন্ন বিষয়ের বই। বই পাঠকের সুস্থমনে জ্ঞানের বৃহৎ পরিসর গড়ে তোলে। সময়ের কালক্রমে আজ সে চিত্রটি কিছুটা পাল্টে গেছে। বইয়ের প্রতি তরুণ প্রজন্মের পাঠকের টান অনেকটাই কমেছে। আজকের সোস্যাল মিডিয়ার যুগে যখন তরুণ প্রজন্মেরা ব্যস্ত তখন বইপড়ার প্রতি টান আজ অনেকটাই কমেছে। আজ পাঠাগারগুলো দিনে দিনে শ্রীহীন হয়ে পড়ছে। বর্তমান করোনা আবহে প্রতিটি শিক্ষার্থীই বাড়িতে অনলাইন ক্লাসে ব্যস্ত। ফলে দিনের বেশির ভাগ সময়েই তাদের হাতে স্মার্টফোন। ক্লাস ছাড়াও অন্য সময়ে তারা মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে। আবর অনেকেই ভাবছেন সময় কাটাবেনই বা কি করে?এই সময়ে বইকেই আমাদের বন্ধু ভাবতে হবে। যেখানে বই আছে পর্যাপ্ত পরিমানে কিন্তু পাঠকের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছে। এমন চলতে থাকলে আগামী প্রজন্মের কাছে বইপড়ার আকর্ষনটাই হারিয়ে যাবে। একমাত্র বইই পারে আমাদের মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে।

শংকর সাহা দক্ষিণ দিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

জমিন দাতা সদস্য জেলা প্রশাসকের কাছে কোম্পানি স্থাপনের সম্মতিপত্র দেন

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা খারসানা জেলার নিমডিহ ব্লকের আদারডিহ, সুঁড়িডিহ, গৌরডিহ, সাঙ্গিসড়া রঘুনাথপুর, নিমডিহ এবং কেতুঙ্গার গ্রামবাসীরা জেলা প্রশাসককে একটি কোম্পানি হিসাবে এসএম স্টিল প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য সম্মতি পত্র দিয়েছেন। চিঠিতে লেখা হয়েছে, চাকরি দেওয়ার শর্তে কারখানা স্থাপনের জন্য আমরা স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছি এবং বাকি জমি এখনও দিচ্ছি। গত করোনার সময়ে এখানকার শত শত যুবকযুবতী বাইরে কাজ করছিলেন। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে তারা বাড়ি ফিরেছে। এলাকার বেকার সমস্যা থেকে রেহাই পেতে আমরা সবাই জমি দাতারা কোম্পানিকে জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা কোম্পানিকে যে জমি দিয়েছি এবং দিচ্ছি, তার অর্ধেক জমি এমন যেখানে কখনো ফসল হয় না। এই এলাকার হাজার হাজার যুবকযুবতী প্রতিদিন জামশেদপুর, আদিত্যপুর, গামহারিয়া প্রভৃতি এলাকায় কাজ করতে যান। এলাকার শত শত যুবকযুবতী আজও রাজ্যের বাইরে কাজে গিয়েছেন। এলাকার করুণ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামসভা ডেকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বেকার সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে এখানে একটি কারখানা স্থাপন করা প্রয়োজন।

চিঠিতে আরও লেখা হয়েছে যে বর্তমানে দু চারজন ব্যক্তি গ্রামসভার ব্যানারে জামশেদপুর, পটমাদা, তামাড় ইত্যাদি জায়গা থেকে কিছু লোক এনে সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এই লোকদের সমর্থনে, কোম্পানিটি স্থাপনকারী জায়গার মালিক বা গ্রামপ্রধান কেউই নেই। বেকার যুবকদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি রেখে জমির মালিকের সমর্থন ছাড়াই পরিচালিত এই ভিত্তিহীন আন্দোলনের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। যাতে শান্তিপূর্ণভাবে কারখানা স্থাপনের পর বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান দেওয়া যায়। আদারডিহ পঞ্চায়েত প্রধান সুভাষ সিং, উপপ্রধান হাকুম কুমার, রঘুনাথপুর গ্রাম প্রধান বৈদ্যনাথ মাহাতো, আদারডিহ গ্রামপ্রধান শ্যামাপদ কুমার, সাঙ্গিড়া গ্রাম প্রধান তপন কুমার মাহাতো, নিমডিহ গ্রামপ্রধান শ্যামল চন্দ্র মাহাতো, কেতুঙ্গা গ্রামের প্রধান রঘুনাথ মাহাতো প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উৎপাদন বাড়ছে মাছের, তবুও নাগালে নেই দাম

ঢাকা ঃ এই দুই বছর আগেও সপ্তাহে একদুইবার তেলাপিয়া নাইলে পাঙ্গাস মাছ কিনতে পারতাম, ঐগুলার দাম তখন নাগালের মধ্যে ছিল। গত কয়মাস ধরে বাজারে গিয়ে ঐসব মাছের দিকে তাকাইতেই সাহস হয় না, অন্য মাছের কথা তো বাদই দিলাম, আক্ষেপ করছিলেন রামপুরার বাসিন্দা গার্মেন্টস কর্মী হুসনা আক্তার। তার মত ঢাকা শহরের অনেক নিম্ন আয়ের মানুষের মনোভাব একই রকম। ইলিশ বা রুই, কাতলার মত মাছ না কিনতে পারলেও সিলভার কার্প, তেলাপিয়া বা পাঙ্গাসের মত অপেক্ষাকৃত কম দামী মাছ ছিল নিম্ন আয়ের মানুষের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস। কিন্তু সেসব মাছের দামও এখন এই জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরে চলে গেছে। মাছের দাম নিয়ে নিম্ন আয়ের মানুষের অভিযোগ থাকলেও মাছের উৎপাদনের দিক দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে উন্নতি করেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও'র দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০২২ প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুক্ত জলাশয় বা স্বাদুপানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বে মোট উৎপন্ন স্বাদুপানির মাছের মধ্যে ১১ শতাংশ উৎপান করে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের ওপর রয়েছে চীন ও ভারত। তারা উৎপাদন করে যথাক্রমে ১৩ ও ১৬ ভাগ। চাষের মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও পঞ্চম থেকে তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৬-১৭ অর্থবছরেই বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। অর্থাৎ, প্রতি বছর দেশজ চাহিদার শতভাগ দেশীয় উৎপাদন দিয়ে পূরণ করার সক্ষমতা পেয়েছে সেসময় থেকে। দেশের মোট জিডিপি'র প্রায় ২.৫ অবদান মৎস্য খাতের বলে উঠে এসেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্যে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে উৎপাদিত মাছের চেয়ে ৮৫ শতাংশ বেশি মাছ উৎপাদন হয়েছে ২০২১-২২ অর্থবছরে। এই ১৫ বছরে মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬০ গ্রাম থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৬৮ গ্রাম। তবে চাহিদার চেয়ে বেশি মাছ উৎপন্ন হলেও রপ্তানির হিসেবে বাংলাদেশ শীর্ষ ১০ দেশের মধ্যে নেই। দু'হাজার একুশ-বাইশ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৭৪,০০০ মেট্রিক টন মাছ রপ্তানি করে, যার মূল্য ছিল ৫,০০০ কোটি টাকারও বেশি। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ কিছুটা কমেছে। এই সময়ে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৭০,০০০ মেট্রিক টন এবং এই রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৪,৭৯০ কোটি টাকা। এছাড়া মিয়ানমার, ভারত, চীন, থাইল্যান্ড থেকে বিভিন্ন রকম মাছ আমদানিও করে বাংলাদেশ। তবে উৎপাদনের দিক দিয়ে ক্রমাগত উন্নতি হতে থাকলেও বিভিন্ন কারণে এই উৎপাদনের সুফল মানুষ সরাসরি ভোগ করতে পারছে না বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হাসিন জাহান বলছিলেন, মাছের সহজলভ্যতা কিন্তু আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। আগে পাঙ্গাস বা পাবদার মত মাছ চাষ হত না। এখন এই ধরণের মাছ অনেক জায়গায় চাষ হয়, ফলে বাজারে পাওয়াও যায় বেশি। আর এসব মাছের দাম মানুষের নাগালের মধ্যেও রয়েছে। মাছের খাবার তৈরির সক্ষমতা বৃদ্ধি, মধ্যস্বত্বভোগীদের সংখ্যা কমানো ও বাজারে নজরদারি বাড়ানো হলে মাছের দাম সাধারণ মানুষের আরো নাগালের মধ্যে আসবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মাছের খামার থেকে বাজারে খুচরা ব্যবসায়ী পর্যন্ত মাছ নিয়ে আসার সময় দাম বেড়ে যায়। খামার থেকে বিক্রেতা পর্যন্ত এই মধ্যস্বত্তভোগীর সংখ্যা যত বাড়বে, মাছের দামও ক্রেতার জন্য তত বাড়বে। এছাড়া মাছের খাবার তৈরির ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলেও খুচরা পর্যায়ে দাম কমবে বলে বলেন তিনি। মাছের ফিড যদি আমরা শতভাগ নিজেদের দেশে তৈরি করতে পারি তাহলে মাছ উৎপাদনের খরচ বেশ কিছুটা কমবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দামও কমবে। বাংলাদেশের অনেক প্রতিষ্ঠান মাছের ফিড তৈরি করে। কিন্তু বাণিজ্যিক পর্যায়ে ব্যবহার হওয়া মাছের ফিডের অনেকাংশই এখনো বিদেশ থেকে আমদানি হয়ে থাকে। আর মধ্যস্বত্বভোগী বা ব্যবসায়ীদের চক্র যেন বাজারে প্রভাব খাটিয়ে দাম বাড়াতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে বাজারে পর্যবেক্ষণ ও সরকারি নজরদারি বাড়ানোও গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন কৃষি অর্থনীতিবিদ মিজ হাসিন জাহান। এছাড়াও সময়মত বৃষ্টি না হলে সেচের পানি ব্যবহার করা, মাছের ওষুধের খরচ বৃদ্ধি ও জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার কারণেও মাছের দাম বেড়েছে বলে বলছেন মাছ চাষ ও মাছের ব্যবসার সাথে জড়িতরা।

অমলা মুর্মু আজসু পার্টির কার্যকরী জেলা সভাপতি মনোনীত হন

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ চিলগুতে হেড অফিসে আজসু পার্টির সেরায়কেলা খারসানা জেলা কার্য সমিতির সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে প্রাক্তন মন্ত্রী সহ জেলা ইনচার্জ রামচন্দ্র সাহিস এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে আজসুএর কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহতো উপস্থিত ছিলেন। এ সময় রামচন্দ্র সহিস সংগঠনের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। একই সঙ্গে সংগঠনের সকল সহযোগী ইউনিট সম্প্রসারণ, গ্রাম ইনচার্জদের একটি দল গঠনের নির্দেশ দেন। সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য তাদের পরামর্শ দেন। এই উপলক্ষে, চান্ডিল ব্লকের প্রাক্তন প্রমুখ অমলা মুর্মুকে আজসু মহিলা সংঘের কার্যনির্বাহী জেলা সভাপতি, শরৎ মাহতোকে জেলা সহসভাপতি এবং শিবচরণ মাহতোকে চান্দিল ব্লক সহসভাপতি মনোনীত করা হয়েছে। সদ্য মনোনীত কার্যকরী জেলা সভাপতি অমলা মুর্মু বলেন, দল অর্পিত দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করার চেষ্টা করবে। এদিন উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সম্পাদক সুসান মাহতো, রবিশঙ্কর মৌর্য, জেলা সভাপতি শচীন মাহতো, জেলা প্রধান সম্পাদক সহ জেলা পরিষদ সদস্য অসিত সিং পাত্র, গুরুপদ সোরেন, আরতি সিং, জ্যোতিলাল মাহলি, দীনেশ হাঁসদা, অঙ্কুর মাহতো, ব্লক সভাপতি দুর্যোধন গোপ, গোপেশ মাহতো, নন্দন কুঞ্জ ভারমা, মদন কুমার সুলোচনা প্রামাণিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

খবারের ডেঙ্গু কি মহামারির দিকে যাচ্ছে?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে চলতি বছর ডেঙ্গু যে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে তা ২০১৯ সালে হয়ে যাওয়া মারাত্মক ডেঙ্গু পরিস্থিতির চেয়েও ভয়াবহ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মুখপাত্র অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ রোবেদ আমিন বলেছেন, এবার ডেঙ্গুর সংক্রমণ ২০১৯ সালকে ছাড়িয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৯ সালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার পর হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন এমন রোগীর সংখ্যা ছিল এক লাখ এক হাজার ৩৫৪ জন। এছাড়াও ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু হাসপাতালে যাননি, এমন আরো কয়েক লাখ রোগী ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। ওই সময়ে কেস রিপোর্ট ছিল এক লাখ, কিন্তু কেস ছিল ৮-১০ লাখের মতো। এবার একটা সম্ভাবনা আছে যে ওই সংখ্যাটাকেও ক্রস করে যায় কিনা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রকাশিত ডেঙ্গু সম্পর্কিত দৈনিক তথ্যও অবশ্য একই আভাস দিচ্ছে। এই তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম সাত মাসেই মৃত্যুর সংখ্যা ২০১৯ সালকে ছুঁইছুঁই করছে। এরইমধ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে ১৭৬ জন। আর ২০১৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৭৯ জন। আক্রান্তের সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী, ২৩শে জুলাই দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২২৯২ জন। সরকারি হিসাবে এটি এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গুতে একদিনে হাসপাতালে সর্বোচ্চ রোগী ভর্তির রেকর্ড। এবছর এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৩৩ হাজারের বেশি মানুষ। অধ্যাপক আমিন বলেছেন, বর্তমানে ডেঙ্গু সংক্রমণ মৌসুমের পিকএ বা শীর্ষে রয়েছে। এই অবস্থা আগামী অগাস্ট-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

এক সময়ে বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগটি মৌসুমি রোগ বলে মনে করা হলেও, গত কয়েক বছর ধরে সারা বছর জুড়ে এর প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। অধ্যাপক আমিন বলেন, সুতরাং আমাদের রোগীর সংখ্যা বেশি হবে। রোগীর সংখ্যা বেশি হলে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়বে। গত বছর ডেঙ্গুতে ২৮১ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এ বছর ১৭০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছে। এই সংখ্যাটাও বেড়ে যেতে পারে যদি আগামী দু'মাসে আক্রান্ত আরো বাড়ে। বিভিন্ন স্থানে 'চেঞ্জ অব প্যাটার্ন অব দ্য ওয়ে লেংথে' আমরা বিভিন্ন ধরণের রোগীর এক্সপ্লোশন (বিস্ফোরণ) দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে এ বছরটা তো সিরিয়াস ইস্যু সারা পৃথিবীতে, বলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মুখপাত্র অধ্যাপক আমিন। তিনি বলেন, পরিস্থিতি মহামারি আকার ধারণ করতে পারে এমন শঙ্কা রয়েছে। এটা যদি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে এটা একটা দেশের আগের দুই তিন বছরের তুলনায় আক্রান্ত বেশি হয়ে যাচ্ছে এবং মৃত্যুও বেশি হচ্ছে তাহলে সেটা মহামারি হয়ে যাবে। রাজধানী ঢাকায় সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয় যে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে বর্তমানে ছয়শোর বেশি ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালটির পরিচালক ডা. মোহাম্মদ নিয়াতুজ্জামান। যদিও এই হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৫০০। ডেঙ্গু পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরতে গিয়ে ডা. নিয়াতুজ্জামান জানিয়েছেন, গত মে মাসে এই হাসপাতালে মোট ৩০৯ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিয়েছিলেন। জুন মাসে সে সংখ্যা ছিল ১৮৯০ জন। আর জুলাই মাস শেষ হতে এখনো এক সপ্তাহের মত বাকি আছে, এরইমধ্যে হাসপাতালে ৩১১৬ জন রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। তিনি বলেন, দিন দিন রোগীর চাপ বাড়ছে। চিকিৎসক এবং প্রয়োজনীয় জনবল বাড়ানো হলেও রোগীর চাপে চিকিৎসা দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। যে হারে প্রতিদিন রোগী বাড়ছে সে হারে চিকিৎসা দেয়ার সক্ষমতা নেই বলে জানিয়েছেন ডা. নিয়াতুজ্জামান। আর বাড়তি রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হলেও তাকে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। মুগদা হাসপাতালের পরিচালক বলেছেন, ডেঙ্গুর চিকিৎসায় বিশেষায়িত চারটি ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে। এরপরও হাসপাতালের বেড ফাঁকা নেই। বারান্দায়, মেঝেতে বিছানা পেতে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে রোগীদের। হাসপাতালটিতে সর্বোচ্চ ৮০০ রোগীর সেবা দিতে পারবেন তারা। এর বেশি হলে হাসপাতালটির পুরো ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে বলেও সতর্ক করেন তিনি। রোগ কখন মহামারি হয়? জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোন রোগ মহামারি হওয়ার জন্য কয়েকটি অবস্থা বিবেচনায় নিতে হয়। এর মধ্যে কোন রোগ যখন স্বাভাবিকের চাইতে বেশি সংখ্যক মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যায়, দু'একটি এলাকায় সীমাবদ্ধ না থেকে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্বাস্থ্যবিভাগের উপর চাপ সৃষ্টি করে, তখন রোগতত্ত্বের ভাষায় তাকে মহামারি বলে। জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইইডিসিআর এর উপদেষ্টা ডা. মোশতাক হোসেন বলেছেন, সেই হিসেবে ডেঙ্গুটা একটা মহামারি হয়েছে। কিন্তু মহামারি বলতে যে হাজার হাজার লোক প্রতিদিন মারা যাচ্ছে বোঝায়, সে অবস্থা এখনো হয়নি। ডা. হোসেন বলেন, ২০২২ সালে ডেঙ্গুর যে মহামারিটা ছিল সেটা সাময়িকভাবে কমে গিয়েছিল। কিন্তু একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। ২০২৩ সালে এটি আবার দ্বিতীয় ঢেউ হিসেবে দেখা দিয়েছে। আর দ্বিতীয় ঢেউটি প্রথমটির তুলনায় বড়। এর আগে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের তরফ থেকে ডেঙ্গুকে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

আলফার হুমকিকে তোয়াক্কা না দিয়ে নিজের চাকরি জীবনে এই ধরনের বহু হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন বলে মন্তব্য ডিজিপি জিপি সিংহের

সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এলে তিনি স্বয়ং রাজ্য ত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ পরেশ বড়ুয়া নেতৃত্বাধীন নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আলফা রাজ্যের ডিজিপি জিপি সিংহকে অসম ত্যাগ করার হুমকি দিয়েছিল। এবার এক্ষেত্রে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন তিনি। ডিজিপি বলেন তার চাকরি জীবনে এই ধরনের অনেক হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। ফলে তার কাছে এই ধরনের হুমকির কোনো মূল্য নেই। উল্টো আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়াকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরে এসে রাজ্যের উন্নয়নের সমভাগি হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য রবিবার সংবাদ মাধ্যমে আলফার প্রচার বিভাগের সদস্য ক্যাপ্টেন রুমেল অসম এক বিবৃতি পাঠিয়ে রাজ্যের ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ সিংহকে অসম ত্যাগ করার হুমকি দিয়েছে। বিবৃতিতে উল্লেখ থাকা অনুযায়ী ডিব্রুগড় পুলিশ তিনসুকিয়ার পুষ্পাঞ্জলি গগৈ নামের মহিলাকে তিন লক্ষ টাকার সঙ্গে গ্রেফতার করে সেটার ক্ষেত্রে আলফার নাম সন্নিবিষ্ট করেছিল। তবে এই মহিলার সঙ্গে আলফার কোনো সম্পর্ক নেই বলে বিবৃতিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে শিবসাগর জেলার গেলেকির হেম চেতিয়া নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ তাকে শীতল মস্তিষ্কে পায়ে গুলি করে আঘাত করেছে। এই ব্যক্তিকে আলফা অর্থ আদায়ের জন্য নিযোগ করেনি। অসম পুলিশ কোন ধরনের চিন্তাভাবনা না করে এইভাবে যেখানে সেখানে এম কাউন্টার করে বীরত্ব প্রদর্শন করছে বলে সংগঠনটি অভিযোগ জানিয়েছে। বিবৃতিতে আলফা বলেছে গত বছর এপ্রিলে সুরোজ গগৈ নামের এক ব্যক্তিকে ভুয়া এনকাউন্টার করে হত্যা করেছিল অসম পুলিশ। ফলে ডিজিপি জিপি সিংহ বারংবার এভাবে রাজ্যের স্থানীয় ব্যক্তিদের উপরে ভুয়া এনকাউন্টারের মাধ্যমে বীরত্ব প্রদর্শন করা হয় বন্ধ করতে হবে না হলে অশান্ত ত্যাগ করতে হবে বলে সতর্ক করে দিয়েছে আলফা।

আলফা এই অভিযোগের জবাবে সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন তার ১৫-২০ বছরের চাকরি জীবনের দেশের যেখানে যেখানে তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন সেখানে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন থেকে এই ধরনের হুমকি পেয়েছেন। তার কাছে এই ধরনের হুমকির কোনো মূল্য নেই। কারণ সরকার চাকরির বাবদ তাদের বেতন দিচ্ছে। ফলে তাদের নিজস্ব কাজ করতেই হবে। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমের উন্নয়নের জন্য যে ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন সেটার ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য কোনো জঙ্গি সংগঠন ধন দাবি ছাড়াও অন্যান্য ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাবে সেটা তিনি হতে দেবেন না বলে স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহ।

তিনি বলেন এই ধরনের কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে যেটাই করণীয় অর্থাৎ যেই ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে সব করা হবে। অসমের উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনভাবে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করলেই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন আলফার বিবৃতিতে মোট ছয় জনের নাম রয়েছে। এই ৬ জনের মধ্যে চারজনকে আলফা এনকাউন্টার করতে বলছে। অথচ বাকি দুজন যারা ধন দাবিতে জড়িত তাদের এনকাউন্টারের বিরোধিতা করছে আলফা। এই বিষয়টি তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না বলে মন্তব্য করেছেন ডিজিপি। তিনি বলেন আলফা মূলত কি বলতে চাইছে সেটা এই বিবৃতিতে স্পষ্ট নয়। এখানে তারা এনকাউন্টারের পক্ষে রয়েছে অথবা বিপক্ষে রয়েছে সেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না। বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্পষ্ট বলে উল্লেখ করেন তিনি।

ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন আলফা নেতারা বর্তমান বিদেশে রয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি মূলত আলফা সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়ার কথা বুঝিয়েছেন। ডিজিপি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান যেভাবে অসমের উন্নয়নের কথা বলছেন সেক্ষেত্রে আলফা নেতারা যদি বিদেশ থেকে অসমে এসে রাজ্যের উন্নয়নের সমভাগি হন এবং যদি বলেন তাকে রাজ্য ত্যাগ করতে হবে তাহলে তিনি পরের দিনই অসম ছেড়ে চলে যাবেন বলে ঘোষণা করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন তারা যেন বিদেশ থেকে আসেন এবং বর্তমান রাজ্যে অব্যাহত থাকা উন্নয়নের যাত্রার সমভাগি হন এটাই তার আলফার প্রতি আহ্বান। এরপর তারা যদি ভাবে যে তিনি অসম ত্যাগ করলে ভালো হবে তাহলে তিনি রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন। তবে তার দুঃখ এটাই লেগেছে যে তার নাম বিবৃতিতে আলফা শুদ্ধ করে লিখেনি বলে মন্তব্য করেন ডিজিপি জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিংহ।

তিনি জানান তার নিরাপত্তা যথেষ্ট রয়েছে। অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোনো প্রযোজনীয়তা নেই। তাছাড়া তার নিরাপত্তা রাজ্যের সাধারণ মানুষ। অতিরিক্ত ভাবে তার কোনো নিরাপত্তা লাগবে না বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। ভুয়া এনকাউন্টার সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তিনি বলেন আইনে দেওয়া ক্ষমতায় অনুযায়ী পুলিশ নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে। তাছাড়া পুলিশের আইনে দেওয়া ক্ষমতা নিরীক্ষণ করার জন্য পুলিশের নিজস্ব সংস্থা রয়েছে তাছাড়া রয়েছে মানবাধিকার কমিশন। রাজ্যেও মানবাধিকার কমিশন রয়েছে সারা দেশ জুড়েও রয়েছে এটা। তাছাড়া আদালত রয়েছে। সেখানে যেটা জবাব দেওয়ার সেটা পুলিশ দেবে। কিন্তু একটি কথা স্পষ্ট যে আইনে দেওয়া ক্ষমতা অনুযায়ী পুলিশ নিজেদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

বিশ্বকাপে মরক্কোকে ৬˜০ গোলে হারিয়ে জার্মানির যাত্রা শুরু

বার্লিন (ওয়েবডেস্ক) ঃ সোমবার নারী বিশ্বকাপ ফুটবলে জার্মানির প্রধান স্ট্রাইকার আলেকজান্দ্রা পপের দুই গোলসহ ৬˜০ গোলে বিশ্বকাপে অভিষেক হওয়া মরক্কোকে হারিয়েছে জার্মানি। পপের ১২তম মিনিটের হেডার মেলবোর্নে জার্মানদের পথ তৈরি করে দেয়।। বিরতির আগে তিনি আরও গোল করেন। দুইবারের চ্যাম্পিয়নরা টুর্নামেন্টের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় জয়ের দিকে এগিয়ে যায়। কাগজে কলমে এটি গ্রুপ পর্বের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয় ছিল। বিশ্ব র‍্যাংকিং˜এ তাদের মধ্যকার ব্যবধান ৭০। শুরু থেকে দুদলের মধ্যকার ব্যবধান স্পষ্ট ছিল। অ্যাটলাস সিংহী জাদুর ঝলক দেখালেও কোনো গোল হয়নি। তবে মেলবোর্ন রেকট্যাঙ্গুলার স্টেডিয়াম ভর্তি ২৭ হাজার ২৫৬ জন ভক্তের সামনে রূপকথার জয়ের সম্ভাবনা দেখা যায়নি। ২০০৩ এবং ২০০৭ সালে বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানি চার বছর আগে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে কোচ মার্টিনা ভস˜টেকলেনবার্গ চিত্তাকর্ষক অগ্রগতি দেখিয়েছেন, একটি গতিশীল, ফ্রন্ট˜ফুট দল গঠন করেছেন যা গত বছরের ইউরো কাপে রানার্স˜আপ হয়েছিল। তৃতীয় শিরোপা জেতার জন্য তারা ফেভারিটদের মধ্যে রয়েছে। বুহেলের লো ফ্রি কিকটি গোলপোস্ট ঘেষে চলে চলে যাওয়ার আগে প্রথম গোলের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে আনিসা লাহমারি মরক্কোর জন্য ঐতিহাসিক প্রথম গোল করা থেকে বঞ্চিত হন যখন তাকে অফসাইড ঘোষণা করা হয়। এরপর বল মাঠের অন্যদিকে চলে যায় এবং আইত এল হাজ একটি আত্মঘাতী গোল করেন। একটি রক্ষণাত্মক হেডার তার পা থেকে ছিটকে যাওয়ার পরে ডিফেন্ডার বলটি নিজের জালে পাঠিয়ে দেন, রেদোয়ান মরিয়া হয়ে লাইনটি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করার সাথে সাথে দ্বিতীয় আত্মঘাতী গোলটি হয়।

আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ইতালিকে ১˜০ গোলে জয় এনে দিলেন জিরেলি

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ ৮৭ মিনিটের মাথায় বদলি খেলোয়াড় ক্রিস্টিনা জিরেলির হেডে ১˜০ গোলে আর্জেন্টিনাকে পরাস্ত করল ইতালি। সোমবার ইডেন পার্কে চলছিল এই টানটান উত্তেজনাময় খেলা। দক্ষিণ আমেরিকানরা তাদের প্রথম জয় ছিনিয়ে আনতে ব্যর্থ হল। ৮৩ মিনিটে মাঠে নামেন ৩৩ বছর বয়সী অভিজ্ঞ স্ট্রাইকার জিরেলি। ১৬ বছর বয়সী মিডফিল্ডার জিউলিয়া দ্রাগোনির বদলি হিসেবে নামেন তিনি। তার হাতে ছিল মাত্র চার মিনিট। তার মধ্যেই যা করার করতে হতো তাকে। গোলকিপার ভ্যানিনা কোরিয়াকে পর্যুদস্ত করে সুন্দর এক হেড দিয়ে কঠিন যুদ্ধে জয়ের সিলমোহর লাগিয়ে দেন তিনি। ইতালি শনিবার সুইডেনের সাথে খেলবে। দুই দলেরই পয়েন্ট সমান তবে, গ্রুপ জি˜তে একটু এগিয়ে রয়েছে সুইডেন। গোলের সংখ্যার দিক দিয়ে তারা শীর্ষে। কেননা, রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে তারা ২˜১ গোলে হারিয়েছে। ইতালির কোচ মিলেনা বার্তোলিনি বলেন,বেঞ্চে ক্রিস্টিনা জিরেলির মতো খেলোয়াড় যখন থাকে এবং যখন দেখা যাচ্ছে যে গোল হচ্ছে নাতখন আমার নির্বাচন খুবই সরল। তিনি আরও বলেন,ক্রিস্টিনা আমাদের কাছে এক অস্ত্র। আমাদের পায়ে বেশিক্ষণ বল ছিল কিন্তু আমরা বল জালে জড়াতে পারছিলাম না। তাই বেঞ্চে তার মতো একজন খেলোয়াড় থাকলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে তাকেই মাঠের দখল নিতে অনুরোধ করব। হাড্ডাহাড্ডি খেলার প্রথমার্ধে ইতালির আরিয়ানা কারুসো ও ভ্যালেন্তিনা জিয়াসিন্তির দুটি গোলই অফসাইড হয়ে যায়। আর্জেন্টিনাও সুন্দরভাবে খেলায় ফেরে। দুই মিনিটে মারিয়ানা লারোকেতের বাইসাইকেল কিক গোলপোস্টের খুব কাছ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর্জেন্টিনার কোচ জার্মান পোর্তানোভা বলেন,ম্যাচ সেয়ানে সেয়ানে হয়েছে। কিছু সময় আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি। তারা বেশি সুযোগ পায়নি। ফলাফল কিছুটা অন্যায্য হল। ড্র হলেই ঠিক হত।

আল হিলাল নিয়ে এমবাপ্পে নীরবতা ভাঙলেন টুইটারে

প্যারিস ঃ ফুটবল˜বিশ্বে এখন আলোচনা একটাই˜কিলিয়ান এমবাপ্পের দলবদল। গতকাল সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল ফরাসি স্ট্রাইকারকে পেতে পিএসজিকে ৩০ কোটি ইউরোর প্রস্তাব দেওয়ার পর ফুটবল˜বিশ্বে রীতিমতো ঝড়ই উঠেছে।

শুধু ফুটবল˜বিশ্ব কেন, পুরো খেলার জগৎই এ নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত। সেটা হবে নাই˜বা কেন, আল হিলাল শুধু পিএসজিকে বিশ্ব রেকর্ড গড়া ট্রান্সফার ফির প্রস্তাবই দেয়নি, এমবাপ্পেকে তারা বছরে দিতে চেয়েছে ৬৯ কোটি ৫০ লাখ ইউরো!

এমবাপ্পের এই লোভনীয় প্রস্তাব নিয়ে মজা করেছেন দুই বাস্কেটবল তারকা লেব্রন জেমস ও জিয়ান্নিস আন্তেতোকুন্মপো। লেব্রন জেমস টুইট করেছেন, এক বছরের চুক্তিতে তিনি সৌদি আরবের প্রো লিগের দল আল হিলালে যেতে চান।

নাইজেরিয়ান বংশোদ্ভূত গ্রিক বাস্কেটবল তারকা আন্তেতোকুন্মপো লিখেন, 'আল হিলাল, তোমরা আমাকে নিতে পারো। আমি দেখতে কিলিয়ান এমবাপ্পের মতো।' পিএসজি প্রাক্˜মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার জন্য এই মুহূর্তে জাপানে আছে। সেখানে তারা আজ বাংলাদেশ সময় ৪টা ২০ মিনিটে সৌদি আরবেরই ক্লাব ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আল নাসরের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নামবে। কিন্তু এই সফরের পিএসজি দলে নেই এমবাপ্পে। তাঁকে বাদ দিয়েই এশিয়া সফরে গেছে প্যারিসের ক্লাবটি।

এমবাপ্পে আপাতত প্যারিসে থাকলেও দলবদলের ব্যাপারে কথা বলতে এখন পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হননি। তবে পিএসজির ফরাসি ফুটবলার আল হিলালের প্রস্তাব নিয়ে নীরবতা ভেঙেছেন টুইটারে 'হেসে'! আন্তেতোকুন্মপোর টুইটের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি একরাশ হাসির ইমোজি দিয়ে।

গত মাসে চিঠি দিয়ে পিএসজির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন না করার বিষয়টি জানানোর পর এমবাপ্পের দলবদল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। চিঠি পেয়ে পিএসজি তাঁকে এবারের দলবদলেই বিক্রি করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। গুঞ্জন ওঠে, এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদে যাবেন। কিন্তু এ মৌসুমে নয়। পিএসজির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ করে আগামী মৌসুমে। কারণ, চুক্তির মেয়াদ শেষ করলে তিনি বিশাল অঙ্কের 'আনুগত্য' বোনাস পাবেন। কিন্তু পিএসজি তাঁকে মুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে ছাড়তে চায় না। তাহলে যে ট্রান্সফার পাবে না তারা। রিয়াল আবার এমবাপ্পের মুক্ত খেলোয়াড় হওয়ার অপেক্ষায় আছে। এর মধ্যেই আল হিলাল প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। এতে রাজিও হয়ে গেছে পিএসজি। তারা আল হিলালকে এমবাপ্পের সঙ্গে আলোচনায় বসতে বলেছে।

সুযোগ পেয়েও পিএসজির বিপক্ষে আল নাসরকে জেতাতে পারলেন না রোনালদো

প্যারিস ঃ সেল্তা ভিগো ও বেনফিকার বিরুদ্ধে আগের দুই প্রীতি ম্যাচে বড় ব্যবধানে হেরেছিল আল নাসর। দলের হারে কিছুটা চাপে ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোও। আজ পিএসজিকে হারিয়ে সেই চাপ কমানোর সুযোগ এসেছিল রোনালদোর সামনে। ম্যাচে দারুণ সুযোগও পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগগুলো কাজে লাগাতে না পারায় শেষ পর্যন্ত হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে রোনালদো ও তাঁর দলকে।

জাপানের ওসাকায় রোনালদো গোল না পেলেও আল নাসরের জন্য সান্ত্বনা পিএসজিকে রুখে দিতে পারা। রোনালদোর পাওয়া সুযোগগুলো বাদ দিলে ম্যাচে দাপুটে খেলেছে পিএসজি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত গোলটি পায়নি তারা। এদিন দর্শকদের চোখ ছিল নেইমারের দিকেও। তবে বেঞ্চে থাকলেও চোট কাটিয়ে আসা নেইমারকে শেষ পর্যন্ত মাঠে নামাননি পিএসজির কোচ লুইস এনরিকে।

ম্যাচের ৬৬ মিনিট পর্যন্ত মাঠে ছিলেন রোনালদো। তবে বিরতিতে যাওয়ার আগে প্রথমার্ধের শেষ দিকে পেয়েছিলেন দারুণ দুটি সুযোগ। প্রথম সুযোগটি এসেছিল ম্যাচের ৩৯ মিনিটে। বাঁ প্রান্তে আবদুলরহমান ঘারিব বল পেয়ে দারুণভাবে ক্রস করেন ডি˜বক্সে থাকা রোনালদোর উদ্দেশ্যে। ওয়ান˜টাচ ফিনিশিংয়ে দারুণভাবে বলকে পোস্টের দিকে ঠেলে দেন রোনালদো। কিন্তু পিএসজির ইতালিয়ান গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার দুর্দান্ত এক সেভে সে যাত্রায় গোলবঞ্চিত হন রোনালদো।

৪ মিনিট পর আবার সুযোগ আসে রোনালদোর সামনে। এবার অবশ্য সুযোগটা রোনালদো নিজেই তৈরি করেছিলেন। ডান প্রান্ত থেকে তালিসকার ক্রসে অসাধারণ এক বাইসাইকেল কিক নেন রোনালদো। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টাও অল্পের জন্য পোস্টের বাইরে দিয়ে যায়। যদিও রেফারি বাঁশি বাজিয়ে রোনালদোর অফসাইডে থাকার সিদ্ধান্ত দেন। গোল না পেলেও বল পায়ে রোনালদো দারুণ কিছু মুহূর্তের জন্ম দিয়েছেন। দুই˜একবার ড্রিবলেও মনে করিয়ে দিয়েছেন পুরোনো দিনের রোনালদোর কথা।

পিএসজিও তৈরি করেছিল ভালো কিছু সুযোগ। কয়েকবার কাছাকাছি গিয়ে সৌদি রক্ষণে কাঁপন ধরিয়েছিল প্যারিসের ক্লাবটি। বিশেষ করে ১৮ বছর বয়সী নাহো লেমিনা বেশ আলো ছড়িয়েছেন। তবে ফিনিশিংয়ে দুর্বলতায় পাননি গোলের দেখা। যে কারণে ১৩ শটের ৭টি লক্ষ্যে রেখেও কোনো গোল আদায় করতে পারেনি পিএসজি।

‘আমার মা বাঈজি ছিলেন, কিন্তু তার জন্য লজ্জা বোধ করতেন না’

মুম্বাই (ওয়েবডেস্ক)ঃ আমি অন্ধকারে নাচতাম। মোমবাতি জ্বালিয়ে ঘর আলো করে আমার নাচ হতো। নিষ্প্রদীপ মহড়ার মধ্যেও আমার ভাগ্য ছিল উজ্জ্বল।

সেটা ছিল ১৯৬২ সাল। সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে ভারত ও চীনের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। ভারতীয় সরকার তখন দেশ জুড়ে ঘোষণা করেছিল জরুরি অবস্থা।

মানুষের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন তখন সাইরেন বেজে ওঠা আর কয়েকদিন ধরে চলা নিষ্প্রদীপ মহড়া বা ব্ল্যাকআউট তখন পরিণত হয়েছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায়। ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে তা নিয়ে দেখা দিয়েছিল অনিশ্চয়তা। কিন্তু রেখাবাঈ সেই মৃত্যুভয়কে তার জীবনকে গ্রাস করার সুযোগ দেননি।

অনেক বাঈজিই তখন তাদের বিনোদনের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু রেখাবাঈ তা করেননি।

রাতের পর রাত তিনি সুন্দর শাড়ি পরে তার ‘কোঠা’য় আগত পুরুষদের সামনে নাচগান করতেন।

পেশাদার ‘তওয়াইফ’ নারীরা যেসব বাড়িতে পুরুষদের জন্য নাচগান করেন সেসব বাড়িকে হিন্দিতে বলা হয় ‘কোঠা’ - যা এমনকি কিছু ক্ষেত্রে বেশ্যালয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

রেখাবাঈ তার জীবন থেকে এ শিক্ষাই পেয়েছিলেন যে কঠোর পরিশ্রম করলে আপনি অন্তত বেঁচে থাকতে তো পারবেনই, কখনো কখনো তা অনেক সুযোগের দরজাও খুলে দেবে।

তার ঘটনাবহুল জীবন এখন একটি বইয়ের বিষয়বস্তু। সে বই লিখেছেন তারই ছেলে মনীশ গায়কোয়াড়।

বইটির নাম ‘দ্য লাস্ট কোর্টেজান - রাইটিং মাই মাদার্স মেমোয়ার।’

আমার মা সবসময়ই চাইতেন তার জীবনের গল্প বলতে - বলছেন গায়কোয়াড়, সাথে যোগ করলেন যে এ সব ঘটনা বর্ণনা করতে তিনি কখনো লজ্জা বা সংকোচ বোধ করতেন না।

মনীশ গায়কোয়াড় তার বয়স সতেরো-আঠারো হওয়া পর্যন্ত তার মায়ের সঙ্গে সেই কোঠাতেই বড় হয়েছেন। তাই তার জীবন ছেলের কাছে গোপন করার মত কিছু ছিল না।

একটা কোঠাতে বড় হলে একটি শিশু এমন অনেক কিছুই দেখতে পায় যা হয়তো তার দেখা উচিত নয়। আমার মা তা জানতেন এবং তিনি কোন কিছু গোপন করার কোন প্রয়োজন বোধ করেননি বলছিলেন গায়কোয়াড়।

মনীশ গায়কোয়াড়ের বইটি লেখা হয়েছে তার কাছে বর্ণনা করা তার মায়ে স্মৃতি থেকে। বিংশ শতকের মাঝামাঝি একজন ভারতীয় ‘তওয়াইফ’-এর জীবন কেমন ছিল তা এমন সততার সাথে এ বইতে তুলে ধরা হয়েছে যা পড়লে হতবাক হতে হয়।

ভারতে পেশাদার নাচগান করেন এমন নারীদের সাধারণভাবে বলা হয় তওয়াইফ।

ভারতীয় উপমহাদেশে এ সংস্কৃতি চলছে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে - বলছেন ওড়িশি নৃত্যশিল্পী মাধুর গুপ্তা। তিনিও এই তওয়াইফ সংস্কৃতি নিয়ে একটি বই লিখেছেন। ,

তারা ছিলেন নারী বিনোদনকারী - যাদের কাজ ছিল দেবতা এবং রাজাবাদশাদের বিনোদন এবং আনন্দ দেয়া বলেন তিনি।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন কায়েম হবার আগে এই ‘বাঈজি’দের দেখা হতে সম্মানিত শিল্পী হিসেবে। তারা নাচগানের মত কলায় ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী, ধনী এবং সে সময়কার সবচেয়ে ক্ষমতাধর পুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন তারা।

কিন্তু তারা আবার পুরুষদের ও সমাজের শোষণেরও শিকার হতেন - বলেন মিজ গুপ্তা।

ব্রিটিশ শাসনের সময় এই তওয়াইফ সংস্কৃতির অবক্ষয় শুরু হয়। ইংরেজরা তাদের ভাষায় এই ‘নাচ গার্ল’-দের যৌন কর্মীর বেশি কিছু মনে করতো না। তারা এই প্রথা নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কিছু আইন কার্যকর করেছিল।

এর পর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর তাদের সামাজিক অবস্থান আরো নিচে নেমে যায়। অনেক তওয়াইফই তখন টিকে থাকার জন্য দেহব্যবসায় নামতে বাধ্য হন।

এই প্রথা এখন সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তবে বিখ্যাত কিছু তওয়াইফ ও তাদের বর্ণাঢ্য জীবনের কাহিনি টিকে আছে বইয়ের পাতায় আর সিনেমায়।

রেখাবাঈয়ের জীবনও এমনি এক কাহিনি।

ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর পুনেতে এক দরিদ্র পরিবারে রেখাবাঈয়ের জন্ম। বাবামায়ের ১০ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন ষষ্ঠ। রেখাবাঈ তার জন্মের সঠিক বছর বা তারিখ মনে করতে পারেন না। পর পর পাঁচটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়ার ক্ষোভে তার মদ্যপ পিতা রেখাবাঈকে জন্মের পরই পুকুরে ফেলে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। পরিবারের ঋণ শোধ করার জন্য রেখাবাঈকে ৯-১০ বছরেই বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। পরে তার স্বামীর আত্মীয় স্বজনরাই তাকে কোলকাতা শহরের বউবাজার এলাকায় এক কোঠাতে বিক্রি করে দেয়। তওয়াইফ হিসেবে রেখাবাঈয়ের গান ও নাচ শেখা শুরু হয় তার বয়স ১৩র কোঠায় পড়ার আগেই। তবে তার জীবন ও উপার্জন নিয়ন্ত্রণ করতেন একজন আত্মীয়া - যিনি নিজেও সেখানে একজন তওয়াইফ ছিলেন।

ভারতচীন যুদ্ধের সময় সেই আত্মীয়া অন্যত্র চলে গেলে রেখাবাঈ তার জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নেবার সুযোগ পান।

মোমবাতির আলোয় তার নাচগানের অনুষ্ঠানগুলো তাকে স্বাধীন জীবন এনে দেয় এবং তার মনে এই উপলব্ধি আসে যে - সাহস থাকলে তিনি তার নিজের জীবিকা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেই করতে পারবেন। বাকি জীবন ধরে এটাই তার মূল আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। বলিউডের ছবি ‘উমরাও জান’ আর ‘পাকিজা’তে যেমন আছে - রেখাবাঈ কখনো তা করেননি অর্থাৎ কোন পুরুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেননি, জীবনে আর কখনো বিয়ে করেননি।

তবে তার অনেক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যারা তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইতেন। তাদের মধ্যে ছিঁচকে অপরাধী থেকে ধনী শেখ, বা নামকরা সঙ্গীতশিল্পী পর্যন্ত অনেকেই ছিলেন।

কিন্তু রেখাবাঈ এতে সাড়া দেননি কারণ তার অর্থ হতো তার তওয়াইফের জীবন এবং এই কোঠা ত্যাগ করা।

সেই ছোট ঘর - যাতে তিনি নাচগানের অনুষ্ঠান করতেন, বাস করতেন, সন্তানকে বড় করেছিলেন এবং যেখানে তিনি তার পরিবারের অন্য সদস্যদের বিভিন্ন সময় আশ্রয় দিয়েছেন - তা হয়ে উঠেছিল তার জন্য স্বাধীনতা ও শক্তির প্রতীক।

কিন্তু এই কোঠা একই সাথে ছিল এমন একটি জায়গা যেখানে লেগে থাকতো সংঘাত আর দুর্দশা। সেখানকার পরিবেশ মানুষের নিষ্পাপ মানবতাকে বিনষ্ট করে দেয় - তার ভেতরে জাগিয়ে তোলে ক্রোধ, ভয় আর হতাশার মত ধ্বংসাত্মক আবেগ।

মর্মান্তিক স্মৃতি

গায়কোয়াড় তার বইয়ে তুলে ধরেছেন মর্মান্তিক কিছু স্মৃতি যা তার মা তার কাছে বর্ণনা করেছিলেন।

তার একটি হলো, এক গুণ্ডা তার মাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করায় সে বন্দুক বের করে তাকে গুলি করতে উদ্যত হয়েছিল।

বইয়ের আরেক জায়গায় রেখাবাঈ বর্ণনা করেছেন তার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হওয়ায় অন্য তওয়াইফদের যে নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাকে - সেই গল্প।

এই তওয়াইফদের কেউ কেউ তার ঘরের বাইরে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছিলেন। কেউ কেউ তাকে ডাকতেন ‘বেশ্যা’ বলে - যদিও তিনি তা ছিলেন না।

কিন্তু এই কোঠাই আবার রেখাবাঈয়ের মধ্যে এক দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছিল। এখানেই তিনি তার নাচের প্রতিভা আবিষ্কার করেছিলেন। যে পুরুষরা তাদের দুঃখ ভুলতে তার কাছে আসতো - তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম ছিল রেখাবাঈয়ের নাচ।

পুরুষরা তার সাথে কেমন আচরণ করছে - তা থেকে তারা কে কেমন লোক তা বুঝতে শিখেছিলেন তিনি। তিনি প্রয়োজনে তাদের তোয়াজ করতে পারতেন, আবার তাদের ছিন্নভিন্ন করতেও জানতেন।

একদিকে তিনি যেমন ছিলেন আকর্ষণীয় ও বুদ্ধিমতী তওয়াইফ - আবার অন্যদিকে স্নেহময়ী মা হিসেবে তার সন্তানের উন্নত জীবন নিশ্চিত করার জন্য সবকিছুই করতেন তিনি।

তার ছেলে যখন ছোট ছিল, তখন তাকে কোঠায় তার কাছেই রাখতেন তিনি। তাকে কাঁদতে শুনলে নাচগানের অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকেই গিয়ে ছেলেকে দেখে আসতেন।

পরে তিনি ছেলেকে একটি বোর্ডিং স্কুলে পাঠান, আর আরো পরে একটি অ্যাপার্টমেন্ট কেনেন - যাতে সে তার বন্ধুদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে লজ্জা বোধ না করে।

তার ছেলে যেভাবে বড় হচ্ছে তাতে তিনি গর্ব বোধ করতেন। ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা এবং বোর্ডিং স্কুলের মার্জিত পরিবেশে বড় হবার কারণে অবশ্য ছেলে ও মায়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য তৈরি হয়েছিল।

বইতে এক জায়গায় আছে, স্কুলের ছুটিতে মায়ের সাথে থাকতে এসে তার ছেলে খাবার সময় কাঁটা-চামচ চেয়েছিলেন।

রেখাবাঈ বলছেন, তিনি কাঁটা কী তা জানতেন কিন্তু তাকে যে ইংরেজিতে ফর্ক বলে তা জানতেন না। ছেলে তাকে বুঝিয়ে দেবার পর তিনি বাজারে গিয়ে তা কিনে এনেছিলেন।

দু’হাজার সালের পর তওয়াইফ সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

রেখাবাঈ তখন কোঠা ছেড়ে কোলকাতায় তার অ্যাপার্টমেন্টে বাস করতে শুরু করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে মুম্বাই শহরে তিনি মারা যান।

গায়কোয়াড় বলেন, তার মায়ের প্রতিভা, দৃঢ়তা আর জীবনবোধ তাকে মুগ্ধ করতো। আমি চাই যেন পুরুষরা এ বইটি পড়েন বলছেন তিনি, -ভারতীয় পুরুষরা মা সম্পর্কে এমন একটি ধারণা তৈরি তুলেছেন যেখানে তাকে শুদ্ধতার প্রতিমূর্তি করে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু আমি আশা করছি এই বইটি মানুষকে তাদের মায়েদের অনন্য বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে - যাতে তারা সন্তানের সাথে সম্পর্কের বাইরে গিয়ে তাকে দেখতে পারে এবং তিনি যা ছিলেন সেভাবেই তাকে মেনে নিতে পারে।

টুকরো খবর

শিলিগুড়িতে ব্লু মাউন্টেন হোটেল এবং রিসর্টে দেহ ব্যবসার ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ

শিলিগুড়ি। শিলিগুড়িতে ব্লু মাউঙ্টেন হোটেল এবং রিসর্টে দেহ ব্যবসার ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেফতার করলো পুলিশ।মঙ্গলবার রাতে এসওজি টিম নীমা লামাকে ভক্তিনগর থানা অন্তর্গত একটি শপিং মল থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নীমা লামা মাসাজ পার্লারের আড়ালে দেহ ব্যবসার জন্য মেয়েদের সরবরাহ করতো।ধৃত নীলা লামার বিরুদ্ধে ইনমোরাল ট্র্যাফিকিং এর আওতায় মামলা দায়ের করে আজ তাকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৪ মে শিলিগুড়ির শালবাড়ির কাছে ব্লু মাউন্টেন নামে একটি রিসোর্টে অভিযান চালায় এসওজি ও প্রধাননগর থানার পুলিশ। সেখানে রমরমা দেহ ব্যবসার কারবারের পর্দা ফাঁস করে পুলিশ।বাইরের রাজ্য থেকে আসা লোকেদের কাছে যুবতীদের পাঠানো হত।এরপর পার্টি করার নামে চলতো দেহব্যবসা।এই ঘটনায় রাজু সরকার, বিনীত গৌতম, অভিষেক গৌতম এবং ইকবাল আহমেদ হাসমিকে গ্রেফতার করা হয় এবং উদ্ধার করা হয় এক যুবতীকে।ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্দীপ কোন্ডে ওরফে স্যান্ডির নাম উঠে আসে।এই স্যান্ডিই অভিযুক্ত রাজু সরকারকে যুবতীদের সরবরাহ করতো।এরপর স্যান্ডিকেও গ্রেফতার করা হয়।এরপর মঙ্গলবার রাতে ফের অভিযান চালিয়ে ঘটনার ষষ্ঠ অভিযুক্ত নীমা লামাকে গ্রেফতার করে এসওজি।

মেডিকেল এলাকায় একটি বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সোনার অলংকার সহ গ্রেপ্তার এক, তদন্তে পুলিশ

শিলিগুড়ি। মেডিকেল এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে চুরি যাওয়া সোনার অলংকার সহ একজনকে গ্রেফতার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতকে তোলা হলো শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে। চলতি মাসের ১৭ তারিখ মেডিকেল এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে দুষ্কৃতীরা ওই বাড়ি থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকার সোনার অলংকার নিয়ে চম্পট দিয়েছিল। ঘটনার পরই ওই দিনই শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাড়ির মালিক।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত তুমবাজোত এলাকা থেকে একজনকে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।ধৃতের নাম দীপক দাস। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের কাছ থেকে চুরি যাওয়ার সোনার অলংকার গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। এই ঘটনায় আরো কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা তদন্ত করে দেখছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের জন্য ট্যাক্স পেমেন্টের সুবিধা সংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালা

শিলিগুড়ি ঃ ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের কর প্রদানের সুবিধার্থে শিলিগুড়িতে এই প্রথম জাতীয়স্থরের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে,এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যদিয়ে বিস্তারিত জানান শিলিগুড়ি টেক্স এডভোকেট বার এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন শিলিগুড়ি টেক্স এডভোকেট বার এসোসিয়েশনের সকল সদস্যরা।এই সাংবাদিক সম্মেলনের মুল বিষয় হলো ক্সক্ষ্ণ্ব পদ্ধতির সহজ ও সরলীকরণ করে তুলতে এক জাতীয় মানের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ২২ জুলাই।সংস্থার সভাপতি কুনাল পাল এই বিবৃতিতে জানান যে প্রতিনিয়ত সরকার ক্সক্ষ্ণ্ব এর পদ্ধতি পরিবর্তন করায় অনেক সময় সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীরা অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন।এই অসুবিধা থেকে বেড়িয়ে আসতে জাতীয়স্থরের কর্মশালা

ফোর লেনের রাস্তায় জমি গেলেও মেলেনি টাকা! ক্ষোভে জাতীয় সড়ক অবরোধ ভূমিদাতাদের

জলপাইগুড়ি ঃফোর লেনের রাস্তার জন্য জমি গেলেও আশ্বাস মিললেও মেলেনি টাকা। বার বার হয়রানির শিকার হতে হয়েছে ভুমিদাতাদের। তাই বাধ্য হয়ে বুধবার সকালে ময়নাগুড়ি জলপাইগুড়িগামী ৩১ নং জাতীয় সড়কে রোড সংলগ্ন এলাকায় অবরোধ করলেন ভূমিদাতারা। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে চলে অবরোধ। অবরোধের জেরে রাস্তায় ব্যাপক যানজট হয়। অভিযোগ, ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এলাকার অনেক ভূমি দাতা ফোর লেন কাজের জন্য জমি দিলেও টাকা এখনো পাননি। এমনকি টাকার জন্য বার বার হয়রানির শিকার হতে হয়েছে তাদের। তাই তারা অবরোধে সামিল হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ এবং হাইওয়ে ট্রাফিক ২ এর আধিকারিকরা। অবরোধকারীদের সাথে আলোচনা করে এই বিষয়ে দ্রুত বৈঠকের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন ভূমি দাতারা। অবরোধ তুলে নিলে জাতীয় সড়কে জন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

গরু পাচারের আগেই মাটিগাড়া থানার পুলিশের অভিযানে উদ্ধার পাঁচটি গরু গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি। পিকআপ ভ্যানে করে গরু পাচারের আগেই মাটিগাড়া থানার পুলিশের অভিযানে উদ্ধার পাঁচটি গরু গ্রেপ্তার ১।ধৃতকে তোলা হল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত পতিরাম এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যানে করে পাঁচটি গরু নিয়ে অন্যত্রে পাচার করা হচ্ছিল। সেই খবর পেয়ে মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাটিগাড়া থানার পুলিশ। পুলিশকে দেখে গাড়ি ছেড়ে একজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও একজনকে ধরতে সক্ষম হয় মাটিগাড়া থানা পুলিশ। ধৃতর নাম মহম্মদ করিম। তার বাড়ি মাটিগাড়ার তুমবাজোত এলাকায়। বুধবার দুপুরে ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। উদ্ধার গরুগুলোকে পাঠানো হয় খোয়াড়ে।পাশাপাশি এই ঘটনায় পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করেছে পুলিশ। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বুধবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
26:07:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

দুই সপ্তাহের ব্যবধানে আবারো বিএনপির 'মহাসমাবেশ' কী বার্তা দিচ্ছে?

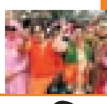

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যবধানে আগামী ২৭শে জুলাই ঢাকায় আবারো 'মহাসমাবেশের' ডাক দিয়েছে। বিএনপির সমাবেশের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের তিনটি সহযোগী সংগঠনও একইদিন একত্রে সমাবেশের ডাক দিয়েছে। সমাবেশের সময় যাতে কোন ধরণের 'সংঘাত বা সহিংসতা' না হয়, সেজন্য উভয় দল পরস্পরকে সতর্ক করে নানা বক্তব্য ও বিবৃতি দিচ্ছে। গত ১২ই জুলাইয়ের মহাসমাবেশে 'এক দফা আন্দোলনের' ডাক দিয়েছিল বিএনপি। দলটির নেতারা বলছেন কম সময়ের ব্যবধানে ঢাকায় আরেকটি 'মহাসমাবেশের' আয়োজন করার মাধ্যমে তারা নিজেদের সামর্থ্য যাচাই করে দেখছেন। আমরা দেখছি যে, একটির পর আরেকটি কর্মসূচী দিলে প্রতিটিতেই আগের তুলনায় বেশি মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ে। ি বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসাইন আলাল। বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, ২৭শে জুলাই 'মহাসমাবেশের' মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা কর্মচারীদের 'নিরপেক্ষ ভূমিকা' রাখার আহবান জানানো হবে।

ডেনমার্কে কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় ইরাক ও তুরস্কসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিক্ষোভ

কোপেনহেগেন (এজেন্সী) ঃ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ইরাকের দূতাবাসের বাইরে সোমবার ড্যানিশ প্যাট্রিয়ট নামে একটি গোষ্ঠীর কোরআন পোড়ানোর ঘটনার কড়া নিন্দা জানিয়েছে ইরাক ও কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ।

শুক্রবার কট্টর ডানপন্থী এই গোষ্ঠী ফেসবুকে এমন আরেকটি ঘটনার লাইভস্ট্রিমিং বা সরাসরি সম্প্রচার করে।

এ ঘটনার পর প্রায় এক হাজার বিক্ষোভকারী বাগদাদে ডেনমার্ক দূতাবাসের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে পরিকল্পিতভাবে একটি কোরআন পোড়ানোর ঘটনার পর গত সপ্তাহে বাগদাদে সুইডেনের দূতাবাসে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারী জনতা। সে সময় তারা দূতাবাসের দেয়াল বেয়ে ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে এবং আগুন দেয়। এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বার কোরআন পোড়ানোর ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে তারা।

ডেনমার্কে সোমবারের ঘটনায় দুজন ইসলাম বিরোধী বিক্ষোভকারী পবিত্র এই গ্রন্থের উপর পা দেয় এবং একটি টিনের ফয়েল ট্রে'তে করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর পাশেই মাটিতে ইরাকের পতাকা পড়ে ছিল।

ইরাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলে, এ ধরনের ঘটনা 'চরমপন্থা এবং ঘৃণার ভাইরাস ছড়ায় যা বিভিন্ন সমাজের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে হুমকির মুখে ফেলে।'

মুসলিম বিশ্বাস মতে কোরআন হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বাণী এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এর কোন ক্ষতি করা বা একে অসম্মান করাকে তারা মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। ডেনমার্কেন রাজধানীতে কোরআনের অতি সাম্প্রতিক এই পবিত্রতাহানীর প্রতিবাদে ইয়েমেনের রাজধানী সানায় বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মানুষ। এ ধরণের কর্মকাণ্ড অনুমোদন করার জন্য বিক্ষোভকারীরা সবাই ডেনমার্ক ও সুইডেনের প্রতি ক্ষোভ জানিয়েছে। তুরস্ক এই ঘটনাকে কোরআন প্রতি একটি ঘৃণ্য আচরণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। আর আলজেরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে নিন্দা প্রকাশের জন্য ড্যানিশ রাষ্ট্রদূত ও সুইডেনের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্সকে তলব করেছে। এর আগে সুইডেনে কোরআন পোড়ানোর প্রতিবাদে শনিবার বিক্ষোভ করেছে ইরান। কাতারের স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে যে, এ ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ হিসেবে দেশটির সউক আল বালাদি মার্কেট থেকে সুইডেনের পণ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

এক টুইট বার্তায় ডেনমার্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন ঃআজ হাতে গোনা কয়েকজন যে কোরআন পোড়ানোর ঘটনা ঘটিয়েছে তার নিন্দা জানায় ডেনমার্ক।

এ ধরণের উস্কানিমূলক এবং লজ্জাজনক কর্মকাণ্ড ড্যানিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে না। সবাইকে শান্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, সহিংসতা কখনোই কোন প্রতিক্রিয়া হতে পারে না।

শনিবার বাগদাদে বিক্ষোভকারীরা যাতে ড্যানিশ দূতাবাসে পৌঁছাতে না পারে তার জন্য তাদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে পুলিশ।

শহরের গ্রিন জোন বা সবুজ এলাকা যেখানে বেশিরভাগ বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা বাস করেন সেই এলাকা সংযোগকারী সেতুটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। গত শুক্রবার সুইডেন বাগদাদে থাকা তাদের দূতাবাসে বিক্ষোভাকারীরা প্রবেশ করার পর সব কর্মীকে সরিয়ে নেয়। এই বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল শিয়া নেতা মোক্তবা আল সাদরের অনুসারী। কয়েক দিন আগে সুইডেনের স্টকহোমে কোরআন পোড়ানোর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সুইডিশ রাষ্ট্রদূতকে বহিস্কার করে ইরাকি সরকার। একই সাথে স্টকহোমে থাকা নিজেদের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্সকে ফিরিয়ে নেয় বাগদাদ। সুইডিশ কোম্পানিগুলোর সাথে ব্যবসাও গুটিয়ে নেয় ইরাক।

এদিকে সুইডিশ দূতাবাসে হামলার এই ঘটনার কড়া নিন্দা জানিয়েছে ইরাকি সরকার। তারা বলেছে, এ ঘটনায় ২০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

স্টকহোমে ইরাকের একজন খ্রিস্টান শরণার্থীকে সুইডেনের পুলিশ দ্বিতীয়বারের মতো কোরআন পোড়ানোর অনুমতি দেয়ার পর এ ঘটনা ঘটে। সে এই গ্রন্থের উপর পা উঠিয়ে দেয় কিন্তু আগুন দেয়নি।

সমাবেশ করার আইনি অধিকার রয়েছে উল্লেখ করে পুলিশের নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দেয়া আদালতের আদেশের পর স্টকহোমে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়।

সুইডেনের কর্তৃপক্ষ কোরআন পোড়ানো ইসলামোফোবিয়া হিসেবে উল্লেখ করে এই ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে।

ক্যাম্বোডিয়ায় বিতর্কিত নির্বাচন ঃ ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়ে আমেরিকা কী চায়?

ক্যাম্বোডিয়া (এজেন্সী) ঃ রবিবার ক্যাম্বোডিয়ায় নির্বাচনের পর ঐ নির্বাচনকে 'মুক্ত বা নিরপেক্ষ, কোনোটাই নয়' হিসেবে চিহ্নিত করে ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসন। নির্বাচনে ৩৮ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা হুন সেনের দল ক্যাম্বোডিয়ান পিপল'স পার্টি (সিপিপি) প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় পায়। নির্বাচনের আগে সিপিপি'র একমাত্র শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যান্ডললাইট পার্টিকে নিষিদ্ধ করায় কার্যত একপাক্ষিক নির্বাচনই হয়।

নির্বাচনের রাতেই যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এক বিবৃতিতে জানান যে নির্বাচনের জের ধরে ক্যাম্বোডিয়ায় যারা 'গণতন্ত্রকে অবমূল্যায়ন' করেছে তাদের বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

নির্বাচনের আগে ক্যাম্বোডিয়ার কর্তৃপক্ষ 'রাজনৈতিক বিরোধী, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের সদস্যদের হুমকি ও হয়রানিমূলক আচরণ করে' দেশের সংবিধানের চেতনা ক্ষুণ্ণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ক্যাম্বোডিয়ার দায়িত্ববোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর সংবাদ সম্মেলনে মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে এই ভিসা নিষেধাজ্ঞার আওতায় কারা থাকবেন এবং ক্যাম্বোডিয়ার সরকারের কেউ থাকবেন কিনা।

এই প্রশ্নের জবাবে মি. মিলার বলেন, নীতিগত অবস্থানের কারণে নিষেধাজ্ঞার অধীনে থাকা কারো নাম আমরা উল্লেখ করি না। আমরা শুধু জানাই যে নির্দিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তাকে আমরা চিহ্নিত করেছি।

ক্যাম্বোডিয়ায় ২০১৮ সালের নির্বাচনের আগেও 'গনতন্ত্রের অবমূল্যায়নে জড়িত থাকা' এবং 'ক্যাম্বোডিয়া সরকারের গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের সরাসরি প্রতিক্রিয়া' হিসেবে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেবার ভিসা নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা এসেছিল সে সময়কার একমাত্র কার্যকর বিরোধী দল সিএনআরপিকে নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর।

ক্যাম্বোডিয়ায় ২০১৩ সালের নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র ২০১৭ সালে প্রথমবার ভিসা নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেশটির ওপর। ঐ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সিপিপি'র ৬৮টি আসনের বিপরীতে বিরোধী দল সিএনআরপি ৫৫টি আসন পায়। নির্বাচনের পর বিরোধী দল ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তোলে।

বিরোধী দল সিএনআরপি সংসদে আসন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং ২০১৪ সালের শুরু পর্যন্ত এক বছর ধরে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ চালায়। ক্ষমতাসীন দল কঠোরভাবে এই বিক্ষোভ দমন করে এবং সিএনআরপি শেষ পর্যন্ত এই শর্তে সংসদে যোগ দেয় যে পরবর্তী নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সরকার সংশোধন আনবে।

কিন্তু এর পরের বছরগুলোয় সরকার বিরোধীদের ওপর আরো কঠোরভাবে দমন করে। ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট সিএনআরপি'কে নিষিদ্ধ করে এবং দলের সদস্যদের সংসদ সদস্যপদ বাতিল করে।

এর পরই প্রথমবারের মত ক্যাম্বোডিয়ার দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের ওপর এবং বিভিন্ন বাণিজ্য সহায়তার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে যুক্তরাষ্ট্র।

এরপর ২০১৯ সালে চীনের সহায়তায় ক্যাম্বোডিয়ার একটি নৌবাহিনীর ঘাঁটি তৈরির খবর প্রকাশিত হলে আবার নিষেধাজ্ঞা আসে ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে।

আর ২০২১ সালে ক্যাম্বোডিয়ায় কাজ করা চীনা একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র - যেই প্রতিষ্ঠানটি থাইল্যান্ডের উপসাগরের কাছে দারা সাকোর অঞ্চলে চীনা বিমান বাহিনীর ব্যবহারের জন্য এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করছিল।

সবশেষ রবিবারের নির্বাচনের পর ক্যাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে আরেক দফা ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিল যুক্তরাষ্ট্র।

ক্যাম্বোডিয়ার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা নিয়ে ২০২২ সালে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেঃটার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সিনিয়র ফেলো গ্রেগরি পোলিং, সহকারী ফেলো চার্লস ডুন্সট ও সহকারী গবেষক সিমোন ট্রান হিউডস।

তাদের গবেষণা অনুযায়ী, ক্যাম্বোডিয়ার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব স্ববিরোধী। ক্যাম্বোডিয়াকে তাদের অগণতান্ত্রিক চর্চার জন্য শাস্তির আওতায় আনা উচিৎ নাকি ভূরাজনৈতিক শক্তি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ - এই দোটানায় ক্যাম্বোডিয়ার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতি দোদুল্যমান রয়েছে বলে মনে করেন গবেষকরা।

২০২২ সালের জুন মাস পর্যন্ত ক্যাম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে মোট ২৮টি, যার মধ্যে ২৬টিই একটি নির্দিষ্ট আইনের অধীনে। গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি হিউম্যান রাইটস অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যাক্ট (জিএমএ) এর আওতায় বিশ্বের যে কোনো জায়গায় মানবাধিকার লঙ্ঘন বা দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে তারা।

গবেষকদের মতে, স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ক্যাম্বোডিয়ার মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করা ও দুর্নীতি প্রতিরোধই যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া নিষেধাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু ২০২১ সালে চীনা বিমান বাহিনীর জন্য এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জিএমএ'র অধীনে নিষেধাজ্ঞা দেয়ায় বোঝা যায় যে মানবাধিকার লঙ্ঘন বা দুর্নীতির চেয়ে ভূরাজনৈতিক স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

এই নিষেধাজ্ঞার আগে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট 'ক্যাম্বোডিয়ায় ক্ষতিকর চীনা বিনিয়োগ' নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করে।

আবার ২০১৯ সালে চীনের সহায়তায় নৌঘাঁটি তৈরির জের ধরে ক্যাম্বোডিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পরই আবার দেশটির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে পদক্ষেপ নেয়।

আর বিভিন্ন ধরণের নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই ২০২২ সালের মে মাসে 'ইউএস আসিয়ান স্পেশাল সামিট' এ অংশ নিতে গিয়ে ক্যাম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন তিন দশকে প্রথমবারের মত যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন ও প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে দেখা করেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেনও গত নভেম্বরে আসিয়ান ইউএস বৈঠকে অংশ নিতে ক্যাম্বোডিয়া সফর করেন।

গবেষকদের মতে, ক্যাম্বোডিয়া সম্পর্কে কৌশল নির্ধারণে ওয়াশিংটনকে আরো দূরদর্শীতা অবলম্বন করতে হবে। এখনকার মত নিষেধাজ্ঞা ভিত্তিক দ্বিপাক্ষীয় সম্পর্ক অব্যাহত থাকলে ক্যাম্বোডিয়ায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে না এনে হুন সেনের স্বৈরশাসনকেই অন্যভাবে দীর্ঘায়িত করতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন গবেষকরা।

গণতন্ত্র নিয়ে 'শঙ্কা'র মধ্যে ইসরায়েলে কমানো হলো আদালতের ক্ষমতা

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলে ব্যাপক বিক্ষোভের মধ্যে সে দেশে সংসদ সদস্যরা নতুন এটি বিতর্কিত আইন পাশ হয়েছে। এই আইনে 'অযৌক্তিক' মনে করে কোন সরকারি পদক্ষেপকে বাতিল করার সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতাটি কেড়ে নেয়া হয়েছে।

আইন সংশোধনের এই পদক্ষেপ নিয়ে ইসরায়েলে তিক্ত বিবাদ চলছে।

এই আইন সংস্কারকে ঘিরে ইসরায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ শুরু হয়। বিরোধী দলগুলো সতর্ক করেছে যে এসব পদক্ষেপ সে দেশের গণতন্ত্রকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অন্যদিকে সরকার যুক্তি দিচ্ছে, ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থেই এই সংশোধনী প্রযোজন, কারণ সাম্প্রতিক দশকগুলিতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর আদালত ক্রমবর্ধমান হারে হস্তক্ষেপ করছে। এনিয়ে সোমবার চূড়ান্ত ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগে, জেরুসালেমে ইসরায়েলি পার্লামেন্ট কেনেসেটের বাইরে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে।

সংসদের এই ভোটটি নিয়ে গত ক'মাস ধরেই ইসরায়েল অশান্ত হয়ে আছে। ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট সোমবার রাজনৈতিক নেতাদের সতর্ক করে বলেছেন, দেশটি এখন এক জাতীয় জরুরি অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

সোমবার সকালে কেনেসেটের বাইরে ফুটপাত অবরোধকারীরা ড্রাম, হুইসেল এবং এয়ার হর্ন বাজিয়ে বিক্ষোভ দেখায় এবং পুলিশ জলকামান দিয়ে তাদের রাস্তা থেকে হটিয়ে দেয়।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম খবর দিচ্ছে, ঐ ঘটনায় একজন বিক্ষোভকারী আহত হয়েছেন এবং ছয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাস্তার ওপর শুয়ে থাকা একজন বিক্ষোভকারী বিবিসিকে বলেন যে তিনি 'স্বৈরাচার'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।

কতদিন এ অবস্থায় থাকবেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা কখনোই আত্মসমর্পণ করবো না।

আরেকজন বিক্ষোভকারী রেউত ইফাত উজিয়েল বলেন, তিনি তার সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত।

নেতানিয়াহু দেশটিকে হাইজ্যাক করেছেন এবং আমি উদ্বিগ্ন যে এটি ইসরায়েল একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে, তিনি বলেন।

নতুন আইনটি যাতে পাশ না হয় সেজন্য হাজার হাজার বিক্ষোভকারী গত সপ্তাহের শেষদিকে তেল আবিব থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত প্রায় ৪৫ মাইল (৭০ কিলোমিটার) পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করেন।

প্রধানমন্ত্রী বিনইয়ামিন নেতানিয়াহু শনিবার তার হার্ট অপারেশনের পরপরই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে ভোটের কয়েক ঘণ্টা আগে সংসদে এসে হাজির হন।

এই আইন সংশোধনের প্রস্তাবে পুরো ইসরায়েল জুড়ে রাজনৈতিক মেরুকরণ এবং দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুতর অভ্যন্তরীণ সঙ্কট শুরু হয়েছে।

'এই আইন গণতন্ত্রের ওপর আঘাত করবে' - এই বলে চলতি বছরের শুরু থেকে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী প্রতি সপ্তাহে রাস্তায় নেমেছেন।

ইসরায়েলি বিমান বাহিনীর পাইলটসহ হাজার হাজার রিজার্ভ সৈন্য প্রতিরক্ষা বাহিনীতে অংশ না নেয়ার হুমকি দিয়েছেন, যা সঙ্কটকে আরও গভীর করে তুলেছে।

বিবিসি সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন, এধরনের অভূতপূর্ব ভিন্নমত ইসরায়েলের সামরিক প্রস্তুতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ইসরায়েলের নিরাপত্তা সার্ভিসের সাবেক প্রধান, দেশের প্রধান বিচারপতি এবং বিশিষ্ট আইনজীবী এবং ব্যবসায়ী নেতারাও সরকারের এই আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে বলেছেন, এই বিভাজন সৃষ্টিকারী আইনটি যেন স্থগিত করা হয়।